একাদশ অধ্যায়

বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন

অধ্যায় অ্যাসেসমেন্ট স্কোর			3A পেলে অর্জিত হবে
স্কোর-১	স্কোর-২	স্কোর-৩	A+

বিস্তারিত জানতে পৃষ্ঠা ২ দেখো

অধ্যায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব

বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের কিছু ধর্মীয় ও নৈতিক নিত্যকর্ম আছে যা তারা পালন করে থাকেন। ভিক্ষুদের ২২৭টি শীল বা বিধিবিধান পালন করতে হয়। এছাড়া বুদ্ধ নির্দেশিত কিছু অনুশাসনও আছে যা ভিক্ষু ও গৃহীদের জন্য অবশ্য পালনীয়।

ভিক্ষুদের পিণ্ডাচরণ

শুরুতেই পাঠ্যবই থেকে 'বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন' অধ্যায়টি পড়ে নাও। অথবা মোবাইলে Audio Book শোনার জন্য QR Code স্ক্যান করো।

অধ্যায়টির শিখনফল

এখানে অধ্যায়ের শিখনফলগুলোর গুরুত্ব স্টার (★) চিহ্নিত করে বোঝানো হয়েছে। কোন শিখনফল থেকে বিগত বছরসমূহে বোর্ড পরীক্ষায় কত সংখ্যক প্রশ্ন এসেছে এবং এ অধ্যায়ে এসব শিখনফলের ওপর কোন কোন প্রশ্ন রয়েছে তা এ ছক থেকে জানতে পারবে তুমি।

	শিখনফল	বোর্ড ও সাল	প্রশ্ন নম্বর
★★	১. বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পালনীয় নিত্যকর্ম ও অনুশাসনসমূহ বর্ণনা করতে পারবে।	ঢা. বো. '২৪; রা. বো., চ. বো. সি. বো., য. বো. '১৯; স. বো. '১৮	১, ৩, ৫, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৩
★★	২. বৌদ্ধ ভিক্ষুদের করণীয়সমূহ উল্লেখ করতে পারবে।	ঢা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. '২০; রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., '১৯; স. বো. '১৬	৪, ৫, ৭, ১২
★★	৩. বৌদ্ধ গৃহীদের পালনীয় নিত্যকর্ম ও অনুশাসনসমূহ বর্ণনা করতে পারবে।	ঢা. বো. '২৪; ঢা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. '২০; স. বো. '১৮; স. বো. '১৭	১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭
★	৪. পটভূমিসহ সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্মের বিষয়বস্তু ও এর শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারবে।		২, ১১, ১৩, ১৪

অ্যানালাইসিস

- **পাঠ বিশ্লেষণ** | পৃষ্ঠা ২৯৮
  - ✓ অধ্যায়ের শিখনফলের গুরুত্ব নির্ধারণ | পৃষ্ঠা ২৯৮
  - ✓ পাঠ সহায়ক বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা ২৯৮
  - ✓ কুইজের উত্তরমালা | পৃষ্ঠা ২৯৯

অ্যাপ্লিকেশন

- **সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন** | পৃষ্ঠা ৩০১
  ✓ অনুশীলনীর প্রশ্ন ✓ বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন ✓ সমন্বিত অধ্যায়ের প্রশ্ন
- **সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন** | পৃষ্ঠা ৩০৭
- **জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন** | পৃষ্ঠা ৩০৯
- **সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন** | পৃষ্ঠা ৩১১
  ✓ অনুশীলনীর প্রশ্ন ✓ বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন ✓ সমন্বিত অধ্যায়ের প্রশ্ন

অ্যাসেসমেন্ট

- **প্রশ্নব্যাংক** | পৃষ্ঠা ৩১৯
  - ✓ রচনামূলক প্রশ্ন | পৃষ্ঠা ৩১৯
  - ✓ সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন | পৃষ্ঠা ৩২০
- **অধ্যায়ভিত্তিক মডেল টেস্ট** | পৃষ্ঠা ৩২১
  - ✓ বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | পৃষ্ঠা ৩২১
  - ✓ রচনামূলক অভীক্ষা | পৃষ্ঠা ৩২২

অ্যানালাইসিস অংশ: পাঠ বিশ্লেষণ

■ শিখনফলের গুরুত্ব নির্ধারণ ■ পাঠ সহায়ক বিষয়বস্তু

অধ্যায়ের শিখনফলের গুরুত্ব নির্ধারণ — বোর্ডভিত্তিক প্রশ্নসংখ্যা ও শিখনফলের ভিত্তিতে

Tutor: এ অধ্যায়ের কোন শিখনফল কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝার জন্য শিখনফলের ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট শিখনফলের ওপর কতবার প্রশ্ন এসেছে তা ছক ও গ্রাফের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ শিখনফলসমূহের ওপর প্রশ্নগুলো তুমি বেশি গুরুত্ব দিয়ে অনুশীলন করো।

শিখনফল নম্বর	বোর্ডভিত্তিক প্রশ্নসংখ্যা (২০১৫-২৪)										
	ঢাকা	ময়মনসিংহ	রাজশাহী	দিনাজপুর	কুমিল্লা	চট্টগ্রাম	সিলেট	যশোর	বরিশাল	সকল বোর্ড	মোট
১	১	-	১	-	-	১	১	১	-	১	৬
২	১	-	১	-	১	২	২	১	-	১	৯
৩	২	-	-	-	১	১	১	-	-	২	৭
৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

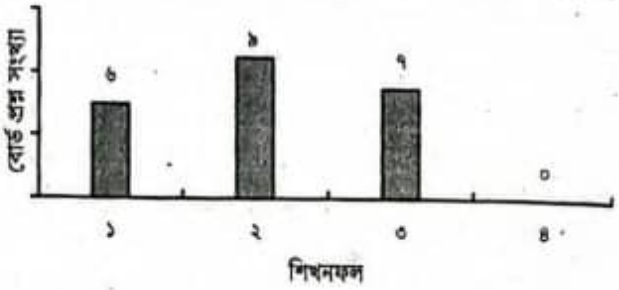

বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী শিখনফলগুলো হলো ২, ৩ ও ১

পাঠ সহায়ক বিষয়বস্তু — নতুন পাঠ্যবইয়ের টপিকের ভিত্তিতে

Tutor: এখানে প্রতিটি টপিকের ওপর পাঠ্যবই ও বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত জ্ঞান টু-দ্য-পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে রয়েছে কুইজ। যদি তুমি সবগুলো কুইজের উত্তর করতে পারো তাহলে বুঝতে পারবে টপিকের ওপর তোমার স্বচ্ছ ধারণা হয়েছে।

ভিক্ষুদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন

বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে অবশ্যই কিছু নিত্যকর্ম ও অনুশাসন পালন করতে হয়। নিত্যপালনীয় কর্মের মধ্যে রয়েছে ৪টি প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা ও ৪টি অকরণীয় কর্ম। ভিক্ষুদের অনুশাসনের মধ্যে ২২৭টি শীল রয়েছে। গুরুত্ব অনুসারে ভিক্ষুশীলকে ৮ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা: পারাজিকা, সঙ্ঘাদিসেস, অনিয়ত, নিস্সগগিয়, পাচিত্তিয়া, পাটিদেসনীয়া ধম্ম, সেখিয়া এবং অধিকরণ সমথ। এসব নীতি ও বিধি-বিধান ভিক্ষুদের অবশ্য পালনীয় অনুশাসন।

শ্রমণদের প্রতিদিন ত্রিশরণসহ দশশীল গ্রহণ করতে হয়। শ্রমণদের জন্য দশশীল পালন আবশ্যিক কর্ম। আহার, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ ও ঔষধ জীবনধারণের এই চারটি মৌলিক উপাদান গ্রহণ সম্পর্কে ভিক্ষু-শ্রমণদের অবশ্যই ভাবনা করতে হয়, যা প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা নামে পরিচিত। ভিক্ষুদের চারটি কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়, যাকে চারি অকরণীয় বলে। ভিক্ষুরা একাহারী। সাধারণত ভিক্ষান্ন দ্বারা ভিক্ষুদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। পঞ্চ ভাবনা ভিক্ষুদের একটি নিত্যকরণীয় বিষয়। পঞ্চ ভাবনা লোভ-লালসা, হিংসা-দ্বেষ ও কামভাব থেকে মুক্ত রাখে। ধ্যান ও সমাধি ভিক্ষুদের অপর একটি নিত্যকরণীয় বিষয়।

কুইজ-১

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট স্কর: D (০-২টি) C (৩-৪টি) B (৫-৬টি) A (৭-৮টি)

প্রশ্ন-১. বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে অবশ্যই কী পালন করতে হয়?

প্রশ্ন-২. ভিক্ষুদের অনুশাসনের মধ্যে কয়টি শীল রয়েছে?

প্রশ্ন-৩. গুরুত্ব অনুসারে ভিক্ষুশীলকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

প্রশ্ন-৪. শ্রমণদের প্রতিদিন ত্রিশরণসহ কী গ্রহণ করতে হয়?

প্রশ্ন-৫. শ্রমণদের জন্য কোনটি আবশ্যিক কর্ম?

প্রশ্ন-৬. ভিক্ষুদের কয়টি কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়?

প্রশ্ন-৭. কীসের দ্বারা ভিক্ষুরা জীবিকা নির্বাহ করেন?

প্রশ্ন-৮. ভিক্ষুদের নিত্যকরণীয় বিষয় কোনটি?

Tutor: কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ২৯৯ দেখো।

গৃহীদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন

গৃহীদের সুন্দর জীবনযাপনের জন্য বুদ্ধ বিভিন্ন সূত্রে উপদেশ দিয়েছেন। বুদ্ধের দেওয়া এ উপদেশগুলো 'গৃহী' বিনয়' নামে খ্যাত। সিগালোবাদ সূত্র, কলহ-বিবাদ সূত্র, পরাভব সূত্র, মঙ্গলসূত্র, ব্যাঘ্রপজ্জ সূত্র, খগ্গবিসান সূত্র, লক্খন সূত্র, গৃহীপ্রতিপদা সূত্র, ধম্মিক সূত্র, গৃহপতিবর্গ, বিদুর পণ্ডিত জাতক ইত্যাদিতে এসব উপদেশ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়।

সিগালোবাদ সূত্রে বুদ্ধ ষড়দিক বন্দনার মর্মার্থ ব্যাখ্যা করে গৃহীদের করণীয় সম্পর্কে অনুশাসন প্রদান করেন। তিনি চার প্রকার ক্লিষ্টকর্ম বর্জন করতে নির্দেশ দেন। সেগুলো হলো, প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, ব্যভিচার ও মিথ্যা ভাষণ। স্বেচ্ছাচারিতা, হিংসা, ভয় ও অজ্ঞানতার বশবর্তী হয়ে পাপানুষ্ঠান ধার্মিক গৃহীর পরিত্যাগ করা উচিত।

বুদ্ধ সিগালোবাদ সূত্রে সিগালককে উদ্দেশ্য করে ছয় দিকের উপদেশ দিয়েছেন। ক) পূর্ব দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে মাতাপিতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা। খ) পশ্চিম দিকে নমস্কার অর্থ হচ্ছে স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালন করা। গ) উত্তর দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের প্রতি কর্তব্য পালন করা। ঘ) দক্ষিণ দিকে নমস্কারের অর্থ

হচ্ছে গুরুর প্রতি কর্তব্য পালন করা। ঙ) উর্ধ্ব দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের প্রতি কর্তব্য পালন করা। চ) অধঃ দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে কর্মচারীদের প্রতি কর্তব্য পালন করা।

এসব কর্ম গৃহীদের পালনীয় কর্তব্য। এছাড়া বুদ্ধ মঙ্গলসূত্রে ৩৮ প্রকার মঙ্গলের কথা বলেছেন ও গৃহপতি বর্গে গৃহীগণকে ১৫ প্রকার গুণের অধিকারী হবার উপদেশ দিয়েছেন।

কুইজ-২

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট স্কর

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. গৃহীদের সুন্দর জীবনযাপনের জন্য বুদ্ধের দেওয়া উপদেশগুলো কী নামে খ্যাত?

প্রশ্ন-২. বুদ্ধ সিগালোবাদ সূত্রে কীসের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করেছেন?

প্রশ্ন-৩. বুদ্ধ কত প্রকার ক্লিষ্টকর্ম বর্জন করতে নির্দেশ দিয়েছেন?

প্রশ্ন-৪. মাতাপিতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন কোন দিকে নমস্কারের অর্থ?

প্রশ্ন-৫. দক্ষিণ দিকে নমস্কারের অর্থ কী?

প্রশ্ন-৬. পশ্চিম দিকে নমস্কারের অর্থ কী?

প্রশ্ন-৭. মঙ্গলসূত্রে কয় প্রকার মঙ্গলের কথা বলা হয়েছে?

প্রশ্ন-৮. গৃহপতি বর্গে গৃহীগণকে কয় প্রকার গুণের অধিকারী হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ২৯৯ দেখো।

গৃহীনীতিমালা

শ্রীমৎ ধর্মপাল থের সিংহলি ভাষায় 'গিহিদিন চরিয়া' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাতে গৃহীদের জন্য একান্ত আচরণীয় বিষয় বর্ণিত আছে। এ আচরণগুলোর মধ্যে সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ, হাত ধুয়ে বুদ্ধপূজা করার কথা বলা হয়েছে। পথ চলার ক্ষেত্রে স্থানীয় নিয়ম অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলতে নিষেধ করা হয়েছে। ডান বাম দিক ভালো করে দেখে রাস্তা পার হওয়ার কথা বলা হয়েছে। মৃত দর্শনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-পড়শির মৃত্যুতে দেখতে যাওয়া সামাজিক ও ধর্মীয় কর্তব্য। শোকার্তদের সমবেদনা জানানো, মৃতের উদ্দেশ্যে আয়োজিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া ও কোনো রকম সহায়তার প্রয়োজন হলে সহায়তা করার কথা বলা হয়েছে। পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালনের কথাও বলা হয়েছে। এ গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে গৃহী বৌদ্ধরা সাধারণত পারিবারিক বুদ্ধাসনের সামনে দিনে তিনবার নিয়মিত শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে থাকে। তাছাড়া আহার, স্নান ও কাপড় পড়ার নিয়ম, সভার আচরণবিধি, নামকরণ ইত্যাদি বিষয়ও গৃহী নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

কুইজ-৩

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট স্কর

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. 'গিহিদিন চরিয়া' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

প্রশ্ন-২. কোন গ্রন্থে গৃহীদের জন্য একান্ত আচরণীয় বিষয় বর্ণিত আছে?

প্রশ্ন-৩. সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ, হাত ধুয়ে কী করার কথা বলা হয়েছে?

প্রশ্ন-৪. 'গিহিদিন চরিয়া' গ্রন্থে পথ চলার ক্ষেত্রে কোন নিয়ম অনুসরণের কথা বলা হয়েছে?

প্রশ্ন-৫. 'গিহিদিন চরিয়া' গ্রন্থে কীভাবে পথ চলতে নিষেধ করা হয়েছে?

প্রশ্ন-৬. আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-পড়শির মৃত্যুতে দেখতে যাওয়া কীরূপ কর্তব্য?

প্রশ্ন-৭. শোকার্তকে কী জানাতে হবে?

প্রশ্ন-৮. গৃহী বৌদ্ধরা দিনে কয়বার বুদ্ধকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ২৯৯ দেখো।

সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম

বুদ্ধের সময় বৈশালী নামে একটি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। বৈশালীর অধিবাসী বজ্জি ও লিচ্ছবিরা বুদ্ধের অনুসারী ছিলেন। লিচ্ছবিরা বুদ্ধ ও সঙ্ঘের বসবাসের জন্য সুরম্য কূটাগারশালা বিহার নির্মাণ করে দেয়। বুদ্ধ ঐ বিহারে পাঁচবার বর্ষাবাস পালন করেন। বৈশালীতে অবস্থানকালে বুদ্ধ একাধিক সূত্র ও অনুশাসন দেশনা করেন। তার মধ্যে গৃহীদের জন্য 'সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম' অন্যতম। 'সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম' অর্থ হচ্ছে সাতটি অপরিহার্য কর্তব্য। তথাগত বুদ্ধ বৈশালীর 'সারন্দদ চৈত্যে' অবস্থানকালে বজ্জিগণের উদ্দেশ্যে এই অনুশাসনসমূহ দেশনা করেন। বজ্জিরা এ সাতটি অপরিহার্য উপদেশ অনুসরণ করে প্রাচীন আর্যাবর্তে নিজেদের অজেয় এবং উন্নত জাতিতে পরিণত করেছিলেন। সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম পালনে সকল জাতি সুখে ও সমৃদ্ধিতে বসবাস করতে পারে। তাই এ ধর্ম পালন করা উচিত।

এই অপরিহার্য ধর্মে যেসব বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তা হলো, সভা সমিতির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ; সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন; দুর্নীতি নয় সুনীতির অনুসরণ, বয়োবৃদ্ধ বা জ্ঞানবৃদ্ধদের শ্রদ্ধা ও মান্য করা; স্ত্রীজাতির মর্যাদা রক্ষা করা; উপাসনালয় ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করা; অর্হৎ ও ভিক্ষুদের সেবা ও রক্ষা করা ইত্যাদি।

কুইজ-৪

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট স্কর

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. বুদ্ধ ও সংঘের বসবাসের জন্য লিচ্ছবিরা কী নির্মাণ করে দেয়?

প্রশ্ন-২. বৈশালী রাজ্যের কোন বিহারে বুদ্ধ পাঁচবার বর্ষাবাস পালন করেছিলেন?

প্রশ্ন-৩. বৈশালীতে অবস্থানকালে বুদ্ধ কী দেশনা করেন?

প্রশ্ন-৪. 'সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম' কথাটির-অর্থ কী?

প্রশ্ন-৫. তথাগত বুদ্ধ কোন চৈত্যে অবস্থানকালে 'সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম' দেশনা করেন?

প্রশ্ন-৬. 'সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম' অনুসরণ করে বজ্জিরা নিজেদের কীসে পরিণত করেছিলেন?

প্রশ্ন-৭. সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্মে কাদের মান্য করতে বলা হয়েছে?

প্রশ্ন-৮. সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্মে কাদের মর্যাদা রক্ষার কথা বলা হয়েছে?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ২৯৯ দেখো।

কুইজের উত্তরমালা

কুইজ-১	১। কিছু নিত্যকর্ম ও অনুশাসন; ২। ২২৭টি; ৩। ৮; ৪। দশশীল; ৫। দশশীল পালন, ৬। ৪টি; ৭। ভিক্ষান্ন; ৮। পঞ্চ ভাবনা।
কুইজ-২	১। 'গৃহী বিনয়'; ২। ষড়দিক বন্দনার; ৩। চার প্রকার; ৪। পূর্ব দিকে; ৫। গুরুর প্রতি কর্তব্য পালন; ৬। স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালন; ৭। ৩৮ প্রকার; ৮। ১৫ প্রকার।

কুইজ-৩	১। শ্রীমৎ ধর্মপাল থের; ২। গিহিদিন চরিয়া; ৩। বুদ্ধপূজা; ৪। স্থানীয় নিয়ম; ৫। অন্যমনস্ক হয়ে; ৬। সামাজিক ও ধর্মীয়; ৭। সমবেদনা; ৮। তিনবার।
কুইজ-৪	১। কুটাগারশালা বিহার; ২। কুটাগারশালা বিহার; ৩। একাধিক সূত্র ও অনুশাসন; ৪। সাতটি অপরিহার্য উপদেশ; ৫। 'সারন্দদ চৈত্যে'; ৬। অজেয় ও উন্নত জাতিতে; ৭। বয়োবৃদ্ধ বা জ্ঞানবৃদ্ধদের; ৮। স্ত্রীজাতির।

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর — শূন্যস্থান ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন

এখানে অনুশীলনের জন্যে রয়েছে পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর। এগুলোর অনুশীলন তোমাকে সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর করতে সহায়তা করবে।

▶ শূন্যস্থান পূরণ

১. দুঃখীর দুঃখে ব্যথিত হয়ে 'দুঃখ মুক্তি' কামনা করাকে — ভাবনা বলে।
২. নেশা গ্রহণের ফলে — বিষময় ফল ভোগ করতে হয়।
৩. পাপ কর্মে মিথ্যা — আরোপিত হয়।
৪. গুরুকেও শিষ্যের প্রতি — প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়।
৫. নিজেই নিজের — হয়ে বিচরণ করো।

উত্তর: ১. করুণা; ২. ৬টি; ৩. কলঙ্ক; ৪. পাঁচ; ৫. দীপ।

▶ বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১. ভিক্ষু ও শ্রমণদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসনসমূহ বর্ণনা করো।

উত্তর: গৃহী জীবন ত্যাগ করে যাঁরা প্রব্রজ্যাধর্মে দীক্ষিত হন তাঁরা বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্রমণ নামে অভিহিত হন। তাঁদের প্রব্রজ্যা গ্রহণ থেকে কিছু অনুশাসন ও কর্তব্য পালন করতে হয়।

শ্রমণদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন: শ্রমণ হলে তাঁকে অবশ্যই ত্রিশরণসহ ১০টি শীল অবশ্যই পালন করতে হয়, যাকে দশশীল বলা হয়।

ভিক্ষুগণের পালনীয় নিত্যকর্ম: বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে অবশ্যই কতিপয় নিত্যকর্ম ও অনুশাসন পালন করতে হয়। নিত্যপালনীয় কর্মের মধ্যে রয়েছে ৪টি প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা ও ৪টি অকরণীয় কর্ম। এছাড়া ভিক্ষুদের পঞ্চ ভাবনা করতে হয়। অর্থাৎ মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, অশুভ ও উপেক্ষা ভাবনা করতে হয়। অধিকন্তু ধ্যান সমাধিও ভিক্ষুদের নিত্যকর্ম।

অনুশাসন: ভিক্ষুদের অনুশাসনের মধ্যে ২২৭টি শীল রয়েছে। গুরুত্ব অনুসারে ভিক্ষুশীলকে ৮ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

যথা: পারাজিকা, সঙ্ঘাদিসেস, অনিয়ত, নিস্সগিয়া, পাচিত্তিয়া, পাটিদেসনিয়া ধম্ম, সেখিয়া এবং অধিকরণ সমথ। এ নীতি ও বিধি-বিধান ভিক্ষুদের অবশ্য পালনীয় অনুশাসন।

প্রশ্ন-২. গৃহীদের প্রতিপালনীয় নিত্যকর্ম ও অনুশাসনসমূহ বর্ণনা করো।

উত্তর: গৃহীদের সুন্দর জীবনযাপনের জন্য বুদ্ধ বিভিন্ন সূত্রে উপদেশ দিয়েছেন। যা 'গৃহী বিনয়' নামে খ্যাত। সিগালোবাদ সূত্র, কলহ-বিবাদ সূত্র, পরাভব সূত্র, মঙ্গলসূত্র, ব্যগ্ঘপজ্জ সূত্র, খগ্গবিসান সূত্র, লকখন সূত্র, গৃহীপ্রতিপদা সূত্র, ধম্মিক সূত্র, গৃহপতিবর্গ, বিদুর পণ্ডিত জাতক ইত্যাদিতে এসব নিয়মকানুন ও বিধি-বিধানসমূহ রয়েছে।

গৃহীদের পালনীয় ও অনুশাসনসমূহ—

বুদ্ধ সিগালক সূত্রে সিগালককে উদ্দেশ্য করে ছয় দিকের উপদেশ দিয়েছেন, যা গৃহী পালনীয় কর্তব্য। তাছাড়া এ সূত্রে ৪ প্রকার ক্লেশ কর্ম বর্জন, চার প্রকার পাপকর্ম বর্জন, ষড়দোষ বর্জন এবং মিত্র ও অমিত্র লক্ষণের অনুশাসন বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া ব্যগ্ঘপজ্জ সূত্রে উৎসাহ, সংরক্ষণ, সৎলোকের সংস্রব ও শৃঙ্খলাবোধ জীবনযাপনের উপদেশ বর্ণনা করেছেন। মঙ্গলসূত্রের ৩৮ প্রকার মঙ্গলের কথা, গৃহপতি বর্গে গৃহীগণকে ১৫ প্রকার গুণের অধিকারী হবার উপদেশ দিয়েছেন। পরাভব সূত্রে পরাজয়ের কারণ এবং ধম্মিক সূত্রে গৃহীদের প্রকৃত স্বরূপের বর্ণনা দিয়েছেন। অধিকন্তু, বিধুর পণ্ডিত জাতকেও গৃহীদের করণীয় কর্তব্যসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন-৩. সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম কী? বর্ণনা করো।

উত্তর: সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম পরিচয়: বুদ্ধের সময় বৈশালী নামে একটি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। বৈশালীর অধিবাসী বজ্জি ও লিচ্ছবিরা বুদ্ধের অনুসারী ছিলেন। লিচ্ছবিরা বুদ্ধ ও সঙ্ঘের বসবাসের জন্য সুরম্য কুটাগারশালা বিহার নির্মাণ করে দেয়। বুদ্ধ ঐ বিহারে পাঁচবার বর্ষাবাস পালন করেন। বৈশালীতে অবস্থানকালে বুদ্ধ একাধিক সূত্র ও অনুশাসন দেশনা করেন। তার মধ্যে গৃহীদের জন্য 'সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম' অন্যতম। 'সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম' অর্থ হচ্ছে সাতটি অপরিহার্য কর্তব্য। তথাগত বুদ্ধ বৈশালীর 'সারন্দদ চৈত্যে' অবস্থানকালে বজ্জিগণের উদ্দেশ্যে এই অনুশাসনসমূহ দেশনা করেন। বজ্জিরা এ সাতটি অপরিহার্য উপদেশ অনুসরণ করে প্রাচীন আর্যাবর্তে নিজেদের অজেয় এবং উন্নত জাতিতে পরিণত করেছিলেন। সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্মগুলো নিম্নরূপ—

১. সভাসমিতির মাধ্যমে সকলে একত্রিত হয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
২. গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্মিলিতভাবে সম্পাদন করা এবং কোনো রকম নতুন কিছু করার কারণ ঘটলে সবাই মিলিতভাবে করা।
৩. সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কোনোরকম দুর্নীতি চালু না করা; প্রচলিত সুনীতি উচ্ছেদ না করা এবং প্রাচীন নীতি ও অনুশাসন মেনে চলা।
৪. বয়োবৃদ্ধ বা জ্ঞানবৃদ্ধদের শ্রদ্ধা, সম্মান, গৌরব ও পূজা করা এবং তাদের আদেশ পালন করা।
৫. কুলবধূ এবং কুলকুমারীদের প্রতি কোনো রকম অন্যায় আচরণ না করা অর্থাৎ স্ত্রী জাতির মর্যাদা রক্ষা করা।
৬. পূর্ব পুরুষদের নির্মিত বিহার, চৈত্য এবং প্রদত্ত সম্পত্তি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা ও স্বধর্মের প্রতিপালন করা।
৭. অর্হৎ ও শীলবান ভিক্ষুদের প্রয়োজনীয় দান দিয়ে সেবা ও রক্ষা করা, তাঁদের সুখ ও সুবিধার ব্যবস্থা করা ও নিরাপদ অবস্থান সুনিশ্চিত করা।

এ সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম পালনে সকল জাতি সুখে ও সমৃদ্ধিতে বসবাস করতে পারে। তাই এ ধর্ম পালন করা উচিত।

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১১৯টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ▪ ৮২টি সাধারণ ▪ ১৯টি বহুপদী সমাপ্তিসূচক ▪ ১৮টি অভিন্ন তথ্যভিত্তিক

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে

Tutor: পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও শিখনফলের আলোকে তৈরি। এগুলো থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যেসব প্রশ্ন হতে পারে সেগুলো কমন পাওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছে প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য, যা অনুশীলন করলে সংশ্লিষ্ট যেকোনো প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে তুমি।

১. 'নিস্‌সাগগিয়' - র অর্থ কী? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪১।
ক) নিশ্চিত করা উচিত খ) লক্ষ করা উচিত
গ) ত্যাগ করা উচিত ঘ) সমাধা করা উচিত — গ

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য
- ভিক্ষুদের অন্যতম একটি পালনীয় শীল হলো– নিস্‌সাগগিয়।
- গুরুত্ব অনুযায়ী ভিক্ষু শীলদের ভাগ করা হয়েছে– আট ভাগে।
- ভিক্ষুদের নিশ্চিত করা উচিত– শীল পালন।
- ভিক্ষুদের লক্ষ করা উচিত– বিনয় নিয়মের দিকে।
- নিস্‌সাগগিয় অর্থ– ত্যাগ করা উচিত।
- ভিক্ষুদের সমাধা করা উচিত– বিনয় সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব।

২. ধ্যান ও সমাধি ভিক্ষু শ্রমণদের জন্য অবশ্য করণীয় কেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪১।
ক) চিত্তসংযমের জন্য খ) প্রশংসা পাওয়ার জন্য
গ) যশ-খ্যাতি অর্জনের জন্য ঘ) অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য — ক

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য
- ধ্যান ও সমাধি নিত্য করণীয় একটি বিষয় হলো– ভিক্ষু ও শ্রমণদের।
- ধ্যানের মাধ্যমে দূরীভূত হয়– আসক্তিসমূহ।
- মার্গফল লাভের জন্য করতে হয়– চার স্তরের ধ্যান।
- চিত্তসংযমের জন্য করা প্রয়োজন– ধ্যান ও সমাধি।
- যশ-খ্যাতিসহ আটপ্রকার লোকধর্মে চিত্তকে অবিচলিত রাখাই– উপেক্ষা ভাবনা।
- প্রশংসা পাওয়ার জন্য দৈবশক্তি প্রদর্শন না করা– চারি অকরণীয়র অংশ।
- বর্ষাবাস কালীন অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য করতে হয়– প্রবারণা প্রার্থনা।

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
অমিত বড়ুয়া শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত হলেন। আহার গ্রহণের সময় বিহারাধ্যক্ষ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি আহার গ্রহণ করছেন কেন?" তিনি জবাবে বললেন, কেবল জীবনধারণের জন্য; তখন ভিক্ষু বললেন, 'আপনি কী আমাদের চারটি মৌলিক উপাদান গ্রহণের সময় এরূপ চিন্তা করেন?' তিনি উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ আমি এরূপ চিন্তা করি।'

৩. বৌদ্ধ ভিক্ষু নিজকর্ম অনুসারে অমিত বড়ুয়ার এরূপ চিন্তাধারাকে কী বলা হয়? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৯।
ক) মৈত্রীভাবনা খ) পঞ্চ ভাবনা
গ) প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা ঘ) মুদিতা ভাবনা — গ

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য
- ভিক্ষু শ্রমণদের নিত্য করণীয় একটি ভাবনা– পঞ্চ ভাবনা।
- কায়-মনো-বাক্য সংযত করে– মৈত্রী ভাবনা।
- প্রত্যেক জীবের প্রতি পোষণ করা উচিত– মৈত্রীভাব।
- বৈরিতা দূর করে– মৈত্রী ভাবনা।
- জীবনধারনের চারটি মৌলিক উপাদান সম্পর্কে ভাবতে হয়– প্রত্যবেক্ষণ ভাবনায়।
- আহার, শয্যা, পোশাক ও ঔষধ সম্পর্কে ভাবনাকে বলা হয়– প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা।
- প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা না করলে এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো পরিভোগকারীর জন্য– চুরি ও ঋণের পর্যায়ভুক্ত হয়।
- অপরের সুখ, সম্পদ ও সৌভাগ্য দেখে আনন্দিত হওয়াই– মুদিতা ভাবনা।

৪. উক্ত চিন্তাধারা গ্রহণ করলে অমিত বিরত থাকবেন— ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৯।
i. লোভ-লালসা থেকে
ii. হিংসা দ্বেষ থেকে
iii. কামভাব থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii — ঘ

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য
- বুদ্ধ নির্দেশিত ধ্যানানুশীলনকে বলা হয়– বিদর্শন ভাবনা।
- লোভ-লালসা থেকে বিরত রাখে– সংযম ব্রত।
- হিংসা দ্বেষ থেকে বিরত রাখে– মৈত্রী ভাবনা।
- কামভাব থেকে বিরত রাখে– শীল ও ভাবনা।

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর — পাঠ্যবই ও বোর্ডের সূত্র উল্লেখসহ

Tutor: এখানে বিগত সালের শিখনফল বিশ্লেষণের আলোকে এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে, যাতে তুমি প্রশ্নের গুরুত্ব বুঝে অনুশীলন করতে পারো। প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে সূত্র হিসেবে রয়েছে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর, যা দেখে তুমি পাঠ্যবই দাগিয়ে নিয়ে লাইনটি আয়ত্ত করতে পারবে।

৫. 'শ্রমণ' অর্থ কী? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৮। [সকল বোর্ড ২০১৯]
ক) সন্ন্যাসী খ) শিক্ষক
গ) শিক্ষানবিশ ঘ) শরণ — গ

গৃহীজীবন ত্যাগ করে যারা প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণ করেছেন তাঁরাই বৌদ্ধধর্মে ভিক্ষু ও শ্রমণ নামে পরিচিত। গৃহধর্ম পরিত্যাগ করে ব্রহ্মচর্য পালন ও নির্বাণ সাধনার পথ অনুসরণই এদের লক্ষ্য। এছাড়া বুদ্ধ প্রবর্তিত সদ্ধর্ম দিকে দিকে সকল মানুষের কাছে প্রচার করাও বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণদের কর্তব্য।

৬. ভিক্ষু-শ্রমণদের প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা দ্বারা— ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৯। [সকল বোর্ড ২০২০]
ক) শারীরিক গঠন সুন্দর হয়
খ) দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি পায়
গ) কুশল কর্মে সম্পৃক্ত হওয়া যায়
ঘ) সর্বতৃষ্ণা বিনাশের কারণ উৎপন্ন হয় — গ

৭. দুঃখ মুক্তি কামনা কোন ভাবনাকে নির্দেশ করে? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪০। [সকল বোর্ড ২০১৯]
ক) মৈত্রী খ) অশুভ
গ) করুণা ঘ) মুদিতা — গ

৮. ভিক্ষুরা অশুভ ভাবনা করেন কেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪০। [দি বো ২০১৯]
ক) স্বর্গ সুখ লাভের আশায় খ) খ্যাতি সুনাম লাভের আশায়
গ) বিনয়ের নিয়ম পালনের জন্য ঘ) অনিত্যতা উপলব্ধির জন্য — ঘ

৯. ধ্যান বিক্ষিপ্ত চিত্তকে কী করে? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪১। [সকল বোর্ড ২০১৯]
ক) প্রসারিত খ) জাগ্রত
গ) সমাহিত ঘ) স্থির — গ

১০. ধ্যানের প্রথম সোপান কোনটি? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪১। [সকল বোর্ড ২০১৯]
ক) আসক্তি দূর করা খ) মার্গফল লাভ
গ) দিব্য শ্রবণ ঘ) ঋদ্ধিশক্তি অর্জন — ক

১১. ধার্মিক গৃহীর কয় প্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা উচিত? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪৩ ।/সকল বোর্ড ২০২০/
ক তিন খ চার
গ পাঁচ ঘ ছয় **ঘ**

১২. আত্মীয়-স্বজনের প্রতি একজন ধার্মিক গৃহীর কর্তব্য হলো— ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪৩ ।/সকল বোর্ড ২০২৪/
i. অন্যের জিনিস দান করা
ii. বিপদে পাশে থাকা
iii. সহানুভূতি ও সহযোগিতা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

১৩. 'গিহিদিন চরিয়া' গ্রন্থটি কোন ভাষায় রচিত? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪৭ ।/সকল বোর্ড ২০১৯/
ক মাগধী খ পালি
গ সিংহলি ঘ সংস্কৃত **গ**

১৪. বুদ্ধ গৃহীদের জন্য সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্মদেশনা করেন কেন? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪৭ ।/সকল বোর্ড ২০১৯/
ক উন্নত জাতি ও অজেয় থাকার জন্য
খ ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকার জন্য
গ ধন-সম্পদ লাভের জন্য
ঘ পুত্র সন্তান লাভের জন্য **ক**

১৫. বুদ্ধ কত প্রকার মঙ্গল দেশনা করেন? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪৭ ।/সকল বোর্ড ২০১৫/
ক ৩৭ প্রকার খ ৩৮ প্রকার
গ ৩৯ প্রকার ঘ ৪০ প্রকার **খ**

১৬. তথাগত বুদ্ধ ভিক্ষুদের সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম দেশনা করার অন্যতম কারণ হলো— ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪৮ ।/সকল বোর্ড ১৯/
ক বৌদ্ধসঙ্ঘের স্থায়িত্ব বিধান
খ ভিক্ষু শ্রমণদের সুখ ও সুবিধার জন্য
গ ভিক্ষুদের যথাযথ শীল পালনের নির্দেশনা
ঘ ভিক্ষুদের চিত্তকে পবিত্র ও শান্ত করার জন্য **ক**

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৭ ও ১৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
শ্রদ্ধেয় সত্যপদ ভিক্ষু জয়-পরাজয়, ভালো-মন্দ, হাসি-কান্না, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য ইত্যাদি আট প্রকার লোকধর্মে নিজের মনকে স্থির রাখার জন্য ভাবনা অনুশীলন করেন। অপরদিকে শ্রদ্ধেয় বুদ্ধপ্রিয় ভিক্ষু ধ্যানমগ্ন হয়ে সকল আসক্তি ক্ষয় করে জন্ম, জরা ও মৃত্যুর কারণ উপলব্ধি করেন।

১৭. শ্রদ্ধেয় সত্যপদ ভিক্ষুর আচরণিক দিকগুলো পঞ্চভাবনার কোন পর্যায়ে পড়ে? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪০ ।/সকল বোর্ড ২০১৯/
ক মৈত্রী ভাবনা খ করুণা ভাবনা
গ মুদিতা ভাবনা ঘ উপেক্ষা ভাবনা **গ**

১৮. শ্রদ্ধেয় বুদ্ধপ্রিয় ভিক্ষু যা লাভে সমর্থ হবেন— ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪১ ।/সকল বোর্ড ২০১৯/
i. অতীত জন্মবৃত্তান্ত দর্শন ক্ষমতা
ii. লোকোত্তর সম্পর্কে জানার ক্ষমতা
iii. তৃষ্ণা ক্ষয় করার ক্ষমতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৯ ও ২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
শ্রদ্ধেয় আর্য্য প্রিয় ভান্তে দিনে একবার আহার করেন। সকল প্রাণীর প্রতি সুখ কামনা করে দুঃখ মুক্তি কামনায়রত থাকেন। তাছাড়া নিজের চিত্তের একাগ্রতা আনয়নের চেষ্টা করেন। ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪০ ।/সকল বোর্ড ২০১৬/

১৯. শ্রদ্ধেয় আর্য্য প্রিয় ভান্তে সকল প্রাণীর প্রতি সুখ কামনা করাকে কী ভাবনা বলা হয়?
ক মুদিতা খ করুণা গ মৈত্রী ঘ অশুভ **গ**

২০. উক্ত ভাবনা ভিক্ষুদের কখন চর্চা করতে হয়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪০ ।
ক ভোরে খ দুপুরে
গ রাত্রে ঘ সকাল সন্ধ্যায় **ঘ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২১ ও ২২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
শ্রদ্ধেয় আর্যপ্রিয় ভিক্ষু উপাসক উপাসিকাদের সুখ-সমৃদ্ধিতে আনন্দিত হলেও নিজের সুখ-দুঃখ, নিন্দা-প্রশংসায় কখনই অস্থির হতেন না। বরং জগতের সবকিছুই যে অনিত্য সেই ধারণাটিকে সত্য হিসেবে জানতেন। অন্যদিকে, শ্রদ্ধেয় ধর্মরত্ন ভিক্ষু মুক্তিলাভের জন্য গভীর ধ্যানে মগ্ন হন। পর্যায়ক্রমে তিনি ধ্যানের চারটি স্তর অতিক্রম করেন। ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪০ ও ১৪১ ।/চা. বো. ২০২৪/

২১. শ্রদ্ধেয় আর্যপ্রিয় ভিক্ষুর নিত্য আচরণীয় বিষয়গুলো কোন ভাবনার অন্তর্গত?
ক বর্তমান প্রত্যবেক্ষণ খ অতীত প্রত্যবেক্ষণ
গ বিদর্শন ভাবনা ঘ পঞ্চ ভাবনা **গ**

২২. শ্রদ্ধেয় ধর্মরত্ন ভিক্ষু অর্জন করেছেন—
i. পরমজ্ঞান ii. পার্থিব জ্ঞান
iii. জাতিস্মর জ্ঞান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৩ ও ২৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাহুল বড়ুয়া প্রতিদিন বুদ্ধকে বন্দনা করার পর দক্ষিণ, পূর্ব ও উর্ধ্বদিকে নমস্কার করেন, নমস্কার করার মাধ্যমে তার মধ্যে এক গভীর কৃতজ্ঞাবোধের সৃষ্টি হয়।

২৩. উদ্দীপকে বর্ণিত রাহুল বড়ুয়া পূর্বদিকে নমস্কারের মাধ্যমে কোন দায়িত্ব পালন করতে পারবে? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪৩ ।/সকল বোর্ড ২০১৫/
ক মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য
খ গুরুর আদেশ পালন
গ রোগের সময় সেবা
ঘ শ্রমণদের প্রতি কর্তব্য পালন **ক**

২৪. উক্ত কর্মের দ্বারা রাহুল বড়ুয়া কোন দিকগুলো রক্ষা করেন? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪৩ ।/সকল বোর্ড ২০১৫/
ক বিষয় সম্পত্তি খ যশখ্যাতি
গ কল্যাণমিত্রের সংশ্রব ঘ গৃহীর ষড়দিক **ঘ**

১১ অধ্যায়

শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর — মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক সংকলিত

Tutor: এখানে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতায় শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে। মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক সংকলিত এ প্রশ্নগুলোতে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ও স্কুলের সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর অনুশীলন তোমাকে পরীক্ষার উপযোগী প্রশ্ন সম্পর্কে ধারণা দেবে।

২৫. ভিক্ষু ও শ্রমণগণ কখন পিণ্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা করেন? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৯ ।/চা. বো. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম/
ক স্নান করার সময় খ আহার করার সময়
গ ঘুমানোর সময় ঘ দশশীল গ্রহণের সময় **খ**

২৬. বুদ্ধ তাঁর অবর্তমানে ধর্ম এবং ধর্মের বাহক হিসেবে কাকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪১ ।/কক্সবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়/
ক বুদ্ধকে খ ধর্মকে
গ সঙ্ঘকে ঘ সিবলীকে **গ**

২৭. 'সেখিয়া' শব্দের অর্থ কী? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪১ ।/বিভিন্ন বোর্ডের মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
ক শিক্ষণীয় খ শোখ
গ ইচ্ছা ঘ আগ্রহ **ক**

২৮. সিগালক কে? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪২ ।/কক্সবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়/
ক কৃষক খ রাজ কুমার
গ ব্রাহ্মণের পুত্র ঘ সেনাপতি **গ**

২৯. কুসংসর্গের ফলে কী হয়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪৩ ।/কক্সবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়/
ক দুর্নাম রটে খ নির্লজ্জ হয়
গ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয় ঘ প্রবঞ্চক **ক**

৩০. সুরাপান কোন শীলের অন্তর্ভুক্ত? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৮ ।/কক্সবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়/
i. পঞ্চশীল ii. অষ্টশীল
iii. দশশীল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৩১. পারাজিকা এর অন্তর্গত কোনটি— ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪১ ।/কক্সবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়/
i. ব্যভিচার ii. অদত্ত বস্তুগ্রহণ
iii. নরহত্যা ও ক্ষমতার বৃথা গর্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন ও উত্তর — বিষয়বস্তুর ধারাক্রম অনুসারে

Tutor: পাঠ্যবইটি পড়ো অথবা **Audio Book** থেকে টপিকটি শোনো। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মনে রাখতে **TOP 10 TIPS** দেখো। এরপর হাত দিয়ে উত্তর ঢেকে প্রশ্নগুলো অনুশীলন করো। মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত এ প্রশ্নগুলো অনুশীলন করলে অধ্যায়টির সকল টপিকের ওপর বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে তোমার।

★★ পাঠ-১: ভিক্ষুদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৩৮

TOP 10 TIPS

১. বুদ্ধ নির্দেশিত বিধিবিধান বর্ণিত আছে— বিনয়পিটকে।
২. সেখিয়া বলতে বোঝায়— শিক্ষানবিশ।
৩. শ্রমণ হতে হলে বয়স হতে হবে— সাত বছর।
৪. শ্রমণ অর্থ— শিক্ষানবিশ।
৫. শ্রমণদের প্রতিদিন ত্রিশরণসহ গ্রহণ করতে হয়— দশশীল।
৬. ভিক্ষু ও শ্রমণদের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য দ্রব্য— আটটি।
৭. ধ্যানসাধনার লক্ষ্য— চিত্তসংযম।
৮. বুদ্ধ নির্দেশিত ধ্যানানুশীলনকে বলা হয়— বিদর্শন ভাবনা।
৯. মার্গফল লাভ করতে হলে প্রয়োজন— সমাধি।
১০. পারাজিকা অর্থ— পরাজয়।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৩২. কোথায় ভিক্ষুদের অবশ্য পালনীয় বিধি-বিধানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়? (জ্ঞান)
ক বিনয় পিটকে খ পাতিমোক্খ গ্রন্থে
গ সুত্ত পিটকে ঘ অভিধর্ম পিটকে — খ

'পাতিমোক্খ' গ্রন্থে ভিক্ষুদের অবশ্যপালনীয় বিধি-বিধানের বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ভিক্ষুদের প্রতিমাসে অন্তত দুবার, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার চতুর্দশীতে পাতিমোক্খ আবৃত্তি করতে হয়। পাতিমোক্খে বর্ণিত অধিকাংশ শীল রাজগৃহে দেশিত হয়েছিল। ভিক্ষুদের জন্য বিধিবদ্ধ হয়েছে বলে এই শীলসমূহ ভিক্ষুশীল নামে অভিহিত।

Tutor: উপরের চিহ্নটি দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটির উত্তরের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কঠিন প্রশ্নগুলো ভালোভাবে বুঝে নিতে এ ব্যাখ্যা তোমাকে সাহায্য করবে।

৩৩. সুবল একজন সেখিয়া। এখানে সুবলকে বলা যায়— (অনুধাবন)
ক শিক্ষানবিশ খ শিক্ষানবিশ শিক্ষক
গ মন্দিরের শিক্ষক ঘ বুদ্ধের আত্মীয় — ক

৩৪. কত বছর বয়স না হলে কেউ শ্রমণ হতে পারে না? (জ্ঞান)
ক পাঁচ খ সাত
গ দশ ঘ পনেরো — খ

৩৫. বৌদ্ধধর্ম মতে কোনটি অর্জন করতে হলে সর্বনিম্ন বয়স ৭ বছর হতে হয়? (অনুধাবন)
ক ভিক্ষু হওয়ার জন্য খ শ্রমণ হওয়ার জন্য
গ নেতা হওয়ার জন্য ঘ ভালো মানুষ হওয়ার জন্য — খ

৩৬. 'শ্রমণ' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক অবকাশ যাপন খ শিক্ষানবিশ
গ ছাত্র ঘ শিক্ষক — খ

৩৭. ভিক্ষু হওয়ার ন্যূনতম বয়স কত? (জ্ঞান)
ক দশ খ বিশ
গ পঁচিশ ঘ ত্রিশ — খ

৩৮. ভিক্ষুদের দোষ বা আপত্তি কয় ভাগে ভাগ করা হয়? (জ্ঞান)
ক ৬ খ ৭
গ ৮ ঘ ১০ — গ

৩৯. ভিক্ষু শ্রমণদের কয়টি অনুশাসন আছে? (জ্ঞান)
ক তিনটি খ চারটি
গ পাঁচটি ঘ ছয়টি — খ

৪০. দশশীল গ্রহণ করার সাথে সাথে আর কোনটি গ্রহণ করতে হয়? (জ্ঞান)
ক পঞ্চশীল খ ত্রিশরণ
গ প্রব্রজ্যা ঘ দান — খ

৪১. ধ্যানের প্রথম সোপান কোনটি? (জ্ঞান)
ক আসক্তি দূর করা খ দুঃখমুক্ত হওয়া
গ ঋদ্ধিশক্তি অর্জন করা ঘ নির্বাণ লাভ করা — ক

৪২. দশশীলের দশম শীল কোনটি?
ক সোনারূপা গ্রহণ বর্জন খ সুরাপান বর্জন
গ মিথ্যা ভাষণ বর্জন ঘ চুরি বর্জন — ক

৪৩. শ্রমণ-ভিক্ষুরা আহার করবে কোন উদ্দেশ্যে? (অনুধাবন)
ক বল বৃদ্ধির জন্য খ সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য
গ জীবন ধারণের জন্য ঘ উপাসনা করার জন্য — গ

৪৪. জীবন ধারণের কয়টি মৌলিক উপাদান সম্পর্কে ভিক্ষু শ্রমণদের ভাবনা করতে হয়? (জ্ঞান)
ক দুটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি — গ

৪৫. ভিক্ষুরা সাধারণত কয় বেলা আহার করবে? (জ্ঞান)
ক একবেলা খ দুইবেলা
গ তিনবেলা ঘ চারবেলা — ক

৪৬. বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কোনটি গ্রহণ করা একেবারেই নিষেধ? (জ্ঞান)
ক খাদ্যদ্রব্য খ ব্যবহার্য দ্রব্য
গ সোনা-রূপা ঘ রেশমি চাদর — গ

৪৭. ভিক্ষু ও শ্রমণদের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য কয়টি? (জ্ঞান)
ক পাঁচটি খ ছয়টি
গ সাতটি ঘ আটটি — ঘ

৪৮. বৌদ্ধধর্মে ধ্যান অনুশীলনের মাধ্যমে যে ফললাভ হয়— (অনুধাবন)
ক চিত্তের একাগ্রতা খ ধর্মের অনুগত
গ কর্মের অলসতা ঘ রাজ্যের স্বাধীনতা — ক

৪৯. পঞ্চভাবনার মধ্যে করুণা ভাবনাটি দূর করা হয় কোনটির জন্য? (জ্ঞান)
ক রোগমুক্তির জন্য খ ভয় দূর করার জন্য
গ দুঃখমুক্তির জন্য ঘ ঐশ্বর্য লাভের জন্য — গ

৫০. ভিক্ষু ও শ্রমণগণ কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করেন? (অনুধাবন)
ক ফলমূল দ্বারা খ শস্য সংগ্রহ করে
গ ভিক্ষার দ্বারা ঘ সাধারণ মানুষের মতো করে — গ

৫১. উপেক্ষা ভাবনায় কয় প্রকার লোকধর্মে চিত্তকে রেখে ভাবনা করা হয়? (জ্ঞান)
ক চার প্রকার খ পাঁচ প্রকার
গ সাত প্রকার ঘ আট প্রকার — ঘ

৫২. বুদ্ধ নির্দেশিত ধ্যানানুশীলনকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)
ক বিদর্শন ভাবনা খ মৈত্রী ভাবনা
গ প্রত্যক্ষ ভাবনা ঘ করুণা ভাবনা — ক

৫৩. ভিক্ষুগণ কয়টি বিষয়কে অবলম্বন করে ভাবনা করেন? (জ্ঞান)
ক সাতটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি — ঘ

৫৪. ধ্যান সাধনার লক্ষ্য কোনটি? (জ্ঞান)
ক শ্রমণ লাভ করা খ ভিক্ষু হওয়া
গ চিত্ত সংযম ঘ কামভাব লোভ করা — গ

৫৫. বুদ্ধ নির্দেশিত বিধিবিধান কোথায় বর্ণিত রয়েছে? (জ্ঞান)
ক জাতকে খ সূত্রপিটকে
গ বিনয়পিটকে ঘ মঙ্গলসূত্রে — গ

Tutor: পাঠ্যবইয়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো দাগিয়ে রাখলে পঠিত বিষয়গুলো মনে রাখা সহজ হয়। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ লাইনের তথ্যসমূহ **Top 10 Tips** হিসেবে দেওয়া হয়েছে। এগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখো।

TOP 10 TIPS

৫৬. পারাজিকা শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক) ভয় খ) পরাজয়
গ) অপরাধ ঘ) ব্যভিচার **খ**

৫৭. চীবর কয়টি? (জ্ঞান)
ক) তিনটি খ) চারটি
গ) পাঁচটি ঘ) ছয়টি **ক**

৫৮. ভিক্ষুদের কতটি শীল পালন করতে হয়? (জ্ঞান)
ক) ২০০ খ) ২২৭
গ) ২৫০ ঘ) ৩০০ **খ**

৫৯. গুরুত্বানুসারে ভিক্ষু শীলসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে? (জ্ঞান)
ক) ৫ খ) ৬
গ) ৮ ঘ) ১০ **গ**

৬০. বুদ্ধ বিভিন্ন বিধিবিধানের দেশনা দিয়েছেন কেন? (অনুধাবন)
ক) সুন্দর জীবনযাপনের জন্য খ) স্বর্গলাভের জন্য
গ) সম্পদ লাভের জন্য ঘ) নির্বাণ লাভের জন্য **ক**

৬১. ছয় প্রকার বিশেষ জ্ঞান অর্জন হয় কীভাবে? (অনুধাবন)
ক) ধ্যানের দ্বারা খ) সমাধির দ্বারা
গ) ভাবনার দ্বারা ঘ) লোকধর্মের দ্বারা **খ**

৬২. দুঃখমুক্তি ভাবনা বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
ক) অপরের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা
খ) অপরের শান্তি কামনা করা
গ) অপরকে উপেক্ষা করা
ঘ) মৃত্যু ভাবনা করা **ক**

৬৩. বিশাখা মুৎসুদ্দি প্রতিনিয়ত নিজ মৃত্যু ভাবনায় অস্থির থাকে। এ ধরনের ভাবনাকে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)
ক) করুণা ভাবনা খ) মৈত্রী ভাবনা
গ) অশুভ ভাবনা ঘ) উপেক্ষা ভাবনা **গ**

৬৪. বিপ্রদাস চৌধুরী একজন শ্রমণ। তিনি নিত্যকর্ম হিসেবে কী পালন করবেন? (প্রয়োগ)
ক) দশশীল খ) পঞ্চশীল
গ) ধ্যান-সমাধি ঘ) ত্রিপিটক অধ্যয়ন **ক**

৬৫. রতন বড়ুয়া একজন শ্রমণ। তিনি নিত্য ভাবনা হিসেবে কয়টি ভাবনা করবেন? (প্রয়োগ)
ক) পাঁচটি খ) চারটি
গ) তিনটি ঘ) দুটি **ক**

৬৬. আসক্তিমুক্ত হয়ে মার্গফল লাভের জন্য কোনটি অপরিহার্য বলে তুমি মনে কর? (জ্ঞান)
ক) ধ্যানের খ) সমাধির
গ) মৈত্রী ভাবনার ঘ) দশশীলের **খ**

আসক্তিমুক্ত হয়ে মার্গফল লাভের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সাধনার নাম সমাধি। ধ্যানের দ্বিতীয় স্তর থেকে সমাধির আরম্ভ। এ স্তরে সুখ-দুঃখ অতিক্রান্ত হয়ে শুধু স্মৃতিটুকু অবশিষ্ট থাকে। সমাধির দ্বারা ছয় রকম বিশেষ জ্ঞান অর্জন হয়ে থাকে। অর্থাৎ ভিক্ষুগণ এ সকল বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী।

৬৭. চিত্তে একাগ্রতা আনয়নের জন্য কী করা প্রয়োজন? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক) ধ্যান অনুশীলন করা খ) বিশ্রাম নেওয়া
গ) নিদ্রা যাওয়া ঘ) বেশি আহার করা **ক**

৬৮. বিজয় বড়ুয়া প্রতিদিন প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা করেন। এর ফলে কী হবে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক) লোভ, দ্বেষ ও মোহ ধ্বংস হবে খ) নির্বাণ লাভ হবে
গ) স্বর্গসুখ পাওয়া যাবে ঘ) সম্পদ অর্জিত হবে **ক**

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

৬৯. অধিকরণ শব্দের অর্থ হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. ঝগড়া
ii. বিচার
iii. আদালত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **ক**

৭০. দশশীলের অন্তর্গত হচ্ছে যেটি— (অনুধাবন)
i. জীব হত্যা বর্জন
ii. মিথ্যা ভাষণ বর্জন
iii. ওষুধ সেবন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **খ**

৭১. ভিক্ষু-শ্রমণের লক্ষ হলো– (অনুধাবন)
i. ব্রহ্মচর্য পালন
ii. নির্বাণ লাভ
iii. সত্যপ্রাপ্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **ক**

৭২. বিন্দু চৌধুরী একজন শ্রমণ। তার পালনীয় দশশীলের মধ্যে রয়েছে– (প্রয়োগ)
i. চুরি না করা
ii. বিকালে না খাঁটা
iii. আরামদায়ক শয্যা ত্যাগ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **খ**

৭৩. বৌদ্ধদের মধ্যে যারা প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণ করেছে, তাদেরকে বলা হয়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. গৃহী উপাসিকা
ii. ভিক্ষু-ভিক্ষুণী
iii. শ্রমণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii **গ**

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭৪ ও ৭৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
পালিশাস্ত্রে এমএ ডিগ্রি লাভ করে সম্প্রতি প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে শান্তনু মুৎসুদ্দি। ছাত্রজীবনের ঘোর শত্রু বিমল বিপথে চলে যাচ্ছে দেখে শান্তনু তার জন্য ধ্যানে বসে প্রার্থনা করে। যাতে সে সুপথে ফিরে আসে।

৭৪. শান্তনুর ভাবনায় পঞ্চ ভাবনার কোনটির প্রতিফলন ঘটেছে? (প্রয়োগ)
ক) মৈত্রী খ) করুণা
গ) উপেক্ষা ঘ) মুদিত **ক**

৭৫. এ ধরনের ভাবনা ছাড়াও শান্তনুর কর্তব্য– (অনুধাবন)
i. অপরের দুঃখে সমব্যথী হওয়া
ii. নিজের লাভ-ক্ষতি বিবেচনা না করে মানুষের উপকার করা
iii. সর্বক্ষণ ধ্যানে নিমগ্ন থাকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭৬ ও ৭৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
তন্ময় বড়ুয়া গৃহজীবন ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছে। বৌদ্ধদের বিষয়সমূহের মধ্যে অনেক পালনীয় বিষয় রয়েছে যা সে পালন করে।

৭৬. উদ্দীপকের তন্ময় বড়ুয়ার বয়স কমপক্ষে কত হতে হবে? (প্রয়োগ)
ক) ৭ বছর খ) ৮ বছর
গ) ৯ বছর ঘ) ১০ বছর **ঘ**

৭৭. উক্ত শ্রমণ শব্দের অর্থ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক) শিক্ষক খ) শিক্ষানবিশ
গ) কৃষক ঘ) মাঝি **খ**

★★ পাঠ-২: গৃহীদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন। পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৪২

TOP 10 TIPS

১. ষড়দিকে নমস্কার করছিলেন– সিগালক।
২. ছয় প্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা উচিত– ধার্মিক গৃহীর।
৩. মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হয়– পাঁচভাবে।
৪. অসময়ে ভ্রমণে বিপদ হতে পারে— ছয়টি।
৫. উৎপন্ন ধন ধ্বংস হয়— আলস্যপরায়ণতার ফলে।
৬. নেশা গ্রহণের ফলে বিষময় ফল ভোগ করতে হয়— ছয়টি।

৭. স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালন করতে হয়– পাঁচভাবে।
৮. পশ্চিম দিকে নমস্কারের অর্থ— স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালন করা।
৯. গৃহী জীবনে মঙ্গলজনক চারটি বিষয় মেনে চলার নির্দেশ দেন– বুদ্ধ।
১০. আয় বা লাভের অংশকে চার ভাগে ভাগ করে ব্যবহার করতে উপদেশ দিয়েছেন– বুদ্ধ।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৭৮. কে ষড়দিকে নমস্কার করেছিলেন? (জ্ঞান)
ক সিগালক খ বুদ্ধ
গ ব্রাহ্মণ ঘ আনন্দ **ক**

রাজগৃহের বেণুবন বিহারে সিগালক নামে এক ব্রাহ্মণপুত্রের ষড়দিকে নমস্কারের কারণের জবাবে বুদ্ধ বুঝতে পারলেন, সিগালক ষড়দিক বন্দনার মর্মার্থ বুঝতে পারেননি। অতঃপর, বুদ্ধ সিগালককে ষড়দিক বন্দনার মর্মার্থ ব্যাখ্যা করে গৃহীদের করণীয় সম্পর্কে যে অনুশাসন প্রদান করেন তা সিগালোবাদ সূত্র নামে পরিচিত।

৭৯. বৌদ্ধধর্মে কয়ভাবে পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হয়? (জ্ঞান)
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ **ঘ**

৮০. বুদ্ধ গৃহী জীবনে কয়টি মঙ্গলজনক বিষয় মেনে চলার নির্দেশ দেন? (জ্ঞান)
ক তিন খ চার
গ পাঁচ ঘ ছয় **খ**

৮১. বুদ্ধ লাভের অংশকে কত ভাগে ভাগ করে ব্যবহার করতে বলেছেন? (জ্ঞান)
ক তিন খ চার
গ পাঁচ ঘ ছয় **খ**

৮২. অসময়ে ভ্রমণের ফলে কয়টি বিপদের সম্ভাবনা থাকে? (জ্ঞান)
ক দুটি খ পাঁচটি
গ ছয়টি ঘ দশটি **গ**

৮৩. স্ত্রীর প্রতি কত প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়? (জ্ঞান)
ক দুই খ তিন
গ পাঁচ ঘ ছয় **গ**

৮৪. নেশা গ্রহণের ফলে কয়টি বিষময় ফল ভোগ করতে হয়? (জ্ঞান)
ক দুটি খ চারটি
গ ছয়টি ঘ আটটি **গ**

৮৫. মৈত্রী ভাবনা করার সময় মন কীরূপ রাখতে হয়? (জ্ঞান)
ক পবিত্র খ উন্নত
গ প্রফুল্ল ঘ অটল **গ**

৮৬. উৎপন্ন ধন ধ্বংস হয় কেন? (অনুধাবন)
ক কর্তব্যপরায়ণতার অভাবে খ জ্ঞানহীনতার ফলে
গ আলস্যপরায়ণতার ফলে ঘ মাদকাসক্তির ফলে **গ**

৮৭. পশ্চিম দিকে নমস্কারের দ্বারা কী বোঝায়? (অনুধাবন)
ক স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালন
খ সন্তানের প্রতি কর্তব্য পালন
গ বাবা-মায়ের প্রতি কর্তব্য পালন
ঘ প্রতিবেশীদের প্রতি কর্তব্য পালন **ক**

৮৮. মনিকা বড়ুয়া কেবল রোগমুক্তির জন্যই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করে। মনিকার উদ্দেশ্যের সাথে কোনটির মিল রয়েছে। (প্রয়োগ)
ক অশুভ ভাবনার খ চীবর প্রত্যবেক্ষণ ভাবনার
গ গিলান প্রত্যবেক্ষণ ভাবনার ঘ প্রত্যবেক্ষণ ভাবনার **গ**

৮৯. ধার্মিক গৃহী হিসেবে শ্যামল বড়ুয়া কত প্রকার দায়িত্ব কর্তব্য পালন করবে? (প্রয়োগ)
ক তিন খ চার
গ পাঁচ ঘ ছয় **ঘ**

৯০. একজন ধার্মিক গৃহী হিসেবে আনন্দ সিংহের কত প্রকার ক্লিষ্টকর্ম বর্জন করা উচিত? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক চার খ পাঁচ
গ ছয় ঘ সাত **ক**

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

৯১. ছেলে-মেয়েদের সাংসারিক কাজের সাথে সম্পৃক্ততা রাখলে কোনটি সাধিত হয়? (অনুধাবন)
i. জ্ঞান বৃদ্ধি পায়
ii. পড়ালেখা ভালো হয়
iii. অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৯২. বুদ্ধ গৃহীদের প্রতি ধর্মোপদেশ দিয়েছেন– (অনুধাবন)
i. মঙ্গল ও সুন্দর জীবনের জন্য
ii. সমৃদ্ধশালী ও সুন্দর জীবনের জন্য
iii. সুখী ও সুন্দর জীবনের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৯৩. পারুল চৌধুরী প্রায়ই অসময়ে ভ্রমণে বের হন। সিগালোবাদ অনুসারে এতে করে যতে পারে– (প্রয়োগ)
i. দুর্নাম রটনা
ii. বিষয়-সম্পত্তির ক্ষতি
iii. পারিবারিক কলহ সৃষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৯৪. মিলান তালুকদার একজন শিল্পপতি। সিগালোবাদ অনুসারে কর্মচারীদের প্রতি তার কর্তব্য হবে– (প্রয়োগ)
i. উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া
ii. বাসায় নিমন্ত্রণ করা
iii. বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৯৫. নেশা গ্রহণের ফলে যতীন বড়ুয়ার– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সম্মানহানি ঘটবে
ii. নানা রোগ সৃষ্টি হবে
iii. সন্তানহারা হবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৯৬. আত্মীয়-স্বজনের প্রতি একজন ধার্মিক গৃহীর কর্তব্য হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. দান করা
ii. সহানুভূতি দেখানো
iii. বিপদে পাশে দাঁড়ানো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯৭ ও ৯৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
ভগবান বুদ্ধ গৃহীদের মঙ্গল, সুন্দর ও শান্তিময় জীবনযাপনের জন্য অনেক ধর্মোপদেশ দান করেছেন। ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে এসব ধর্মোপদেশ পাওয়া যায়।

৯৭. উক্ত ধর্মোপদেশ অনুযায়ী গৃহীদের কত প্রকার পাপকর্ম বর্জন করতে হয়? (প্রয়োগ)
ক ২ প্রকার খ ৩ প্রকার
গ ৪ প্রকার ঘ ৫ প্রকার **গ**

৯৮. বুদ্ধ প্রণীত কোন সূত্রে গৃহীদের উপদেশ দান করা হয়েছে— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সিগালোবাদ সূত্র
ii. কলহবিবাদ সূত্র
iii. পরাভব সূত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ পাঠ-৩ ও ৪: গৃহী নীতিমালা ও সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৪৫, ১৪৭

TOP 10 TIPS

১. মনুষ্যত্বের পরিচয় বহন করে— সৎ আচরণ।
২. গিহিদিন চরিয়া গ্রন্থটি লিখেছেন— শ্রীমৎ ধর্মপাল থের।
৩. 'গিহিদিন চরিয়া' গ্রন্থটি লিখিত— সিংহলি ভাষায়।
৪. খাওয়ার সময় কথা বলা— উচিত নয়।
৫. সহানুভূতি ও সাহস যোগাতে হবে— রোগীকে।
৬. বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া— একটি সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব।
৭. আত্মীয়-স্বজন বা পাড়া-পড়শির মৃত্যুতে দেখতে যাওয়া— সামাজিক ও ধর্মীয় কর্তব্য।
৮. পিতা-মাতার ব্যবসায় যথাসাধ্য— সহায়তা করা উচিত।
৯. বৈশালীতে সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম দেশনা করেন— বুদ্ধ।
১০. সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম অর্থ— সাতটি অপরিহার্য কর্তব্য।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৯৯. কীভাবে পূজাসামগ্রী উৎসর্গ করতে হয়? (জ্ঞান)
ক বন্দনা করে খ নৃত্য করে
গ প্রণাম করে ঘ ভক্তি সহকারে — ক

১০০. 'গিহিদিন চরিয়া' গ্রন্থের লেখক কে? (জ্ঞান)
ক শ্রীমৎ ধর্মপাল থের খ উপালি থের
গ আনন্দ স্থবির ঘ মহাকশ্যপ স্থবির — ক

১০১. কখন কথা বলা উচিত নয়? (জ্ঞান)
ক খাওয়ার আগে খ খাওয়ার সময়
গ খাওয়ার পরে ঘ ঘুম থেকে উঠে — খ

১০২. সহানুভূতি ও সাহস দিতে হয়— (জ্ঞান)
ক রোগীকে খ গৃহীকে
গ বুদ্ধকে ঘ ভিক্ষুকে — ক

১০৩. রোগী দেখতে যাওয়া কোন ধরনের কর্তব্য? (জ্ঞান)
ক নৈতিক খ ধর্মীয়
গ অর্থনৈতিক ঘ রাজনৈতিক — ক

১০৪. কোথায় অবস্থানকালে বুদ্ধ সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম দেশনা করেন? (জ্ঞান)
ক কোশাম্বীতে খ বৈশালীতে
গ কুশিনগরে ঘ শ্রাবস্তীতে — খ

১০৫. 'সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম' বলতে কী বোঝ? (অনুধাবন)
ক সাতটি অপরিহার্য কর্তব্য
খ সাতটি তীর্থস্থান ভ্রমণ
গ সাতজন বৌদ্ধভিক্ষুর সান্নিধ্য লাভ
ঘ সাতটি সঙ্ঘে দান — ক

তথাগত বুদ্ধ বৈশালীর 'সারন্দদ চৈত্যে' অবস্থানকালে বজ্জিগণের উদ্দেশ্যে 'সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম' এর অনুশাসনসমূহ দেশনা করেন। বজ্জিরা এ সাতটি অপরিহার্য উপদেশ অনুসরণ করে প্রাচীন আর্যাবর্তে নিজেদের অজেয় এবং উন্নত জাতিতে পরিণত করেছিলেন।

১০৬. সামাজিক কর্তব্য বলতে নিচের কোনটি বোঝায়? (অনুধাবন)
ক সন্তানের নাম রাখা খ পূজা-অর্চনা করা
গ আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে দেখতে যাওয়া
ঘ সচেতন হয়ে পথ চলা — গ

১০৭. দীপঙ্করের বাবা একজন মুদি দোকানদার। অবসরে বাবাকে দীপঙ্করের কী করতে হবে? (প্রয়োগ)
ক সহায়তা খ ক্ষতি
গ সম্মান ঘ শ্রদ্ধা — ক

১০৮. মানুষ সৃষ্টির সেরা। তার মনুষ্যত্বের পরিচয় বহন করে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক শারীরিক সৌন্দর্য খ সৎ আচরণ
গ বংশ মর্যাদা ঘ সম্পদ — গ

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

১০৯. ভিক্ষুরা কখনোই পরাজয় বরণ করবে না। যদি তারা— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সম্মিলিতভাবে থাকেন
ii. বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করেন
iii. সম্পদ দান করে দেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

১১০. শোকার্তদের সমবেদনা জানানো— (অনুধাবন)
i. নৈতিক কর্তব্য
ii. সামাজিক কর্তব্য
iii. সাংস্কৃতিক কর্তব্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

১১১. বুদ্ধের উপাসনার সময় নলিনী বড়ুয়া— (প্রয়োগ)
i. প্রদীপ জ্বালাবে
ii. মনকে শান্ত রাখবে
iii. পানীয় উৎসর্গ করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — গ

১১২. পথ চলার সময় একজন গৃহী— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. চোখ-কান খোলা রাখবে
ii. অন্ধ, বৃদ্ধদের রাস্তা পার করে দেবে
iii. সব সময় পায়ে হেঁটে চলবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

১১৩. সমাজে বসবাসের অন্যতম শর্ত হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সৎ আচরণ করা
ii. উচ্চশিক্ষা লাভ
iii. সংযম অবলম্বন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — খ

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১১৪ ও ১১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
বিনয় ভদ্র বলেন সৎ আচরণ মনুষ্যত্বের পরিচয় বহন করে। সৎ আচরণ ও সংযম সমাজে বসবাসের অন্যতম শর্ত। তাই প্রত্যেক গৃহী বৌদ্ধদের নীতিমালাগুলো পালন করা উচিত।

১১৪. গৃহীদের একান্ত আচরণীয় বিষয় বর্ণিত হয়েছে কোন গ্রন্থে? (প্রয়োগ)
ক চরিয়া পিটক খ মনোরথপুরনী
গ সুমঙ্গল বিলাসিনী ঘ গিহিদিন চরিয়া — গ

১১৫. উক্ত গ্রন্থখানি কে রচনা করেন? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক শ্রীমৎ ধর্মপাল থের খ মহানাম স্থবির
গ বুদ্ধ ঘোষ ঘ বুদ্ধ দত্ত — ক

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১১৬ ও ১১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
আফ্রিকার একটি অঞ্চলে একজন মহাজ্ঞানী প্রণীত ৭টি অপরিহার্য কাজ পালনের মাধ্যমে একটি জাতি উন্নতির স্বর্ণ শিখরে পৌঁছে। তারা মনে করে উক্ত বিধান মানলে কোনো জাতির কখনো পরাজয় ঘটবে না।

১১৬. উদ্দীপকে কোন ধর্মের ইঙ্গিত রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক আপদ ধর্ম খ হিন্দুধর্ম
গ বৌদ্ধধর্ম ঘ সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম — ঘ

১১৭. উক্ত ধর্ম কোন সূত্রে সংকলিত হয়েছে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক কলহবিবাদ খ মঙ্গল সূত্র
গ ব্যাঘ্রপজ্জ সূত্র ঘ মহাপরিনির্বাণ সূত্র — ঘ

অধ্যায়-১১

অধ্যায়ভিত্তিক প্রস্তুতি যাচাইয়ের জন্য মোবাইলে POLE অ্যাপটি ব্যবহার করো। এখানে তুমি প্রতিটি প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরে ক্লিক করে সঙ্গে সঙ্গে জেনে নিতে পারবে উত্তরের সঠিকতা।
Tutor
POLE Panjeree Online Exam

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

■ ৩৬টি প্রশ্ন ও উত্তর

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে

Tutor: পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের আলোকে তৈরি। এগুলো থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রশ্ন হতে পারে, যা অনুশীলন করলে সংশ্লিষ্ট যেকোনো প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে তুমি।

প্রশ্ন-১. বর্তমান প্রত্যবেক্ষণ কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ভিক্ষু শ্রমণদের নিত্যপালনীয় কিছু নীতি বুদ্ধ প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন। এগুলোকে ভিক্ষুদের পালনীয় চার প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা বলা হয়। এগুলোর মধ্যে বর্তমান প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা অন্যতম।

বর্তমান প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা: ঔষধ গ্রহণের সময় ভিক্ষু শ্রমণদের এ ভাবনা করতে হয়। কেবল রোগ উপশমের জন্য এ ঔষধ সেবন করছি। এতে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। এ ভাবনাই বর্তমান প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা।

প্রশ্ন-২. ভিক্ষু ও শ্রমণের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করো।

উত্তর: ভিক্ষু ও শ্রমণের মধ্যে নিয়ম-নীতি ও বিবিধ আচার-উপচারে পার্থক্য রয়েছে।

শ্রমণ: গৃহজীবন ত্যাগে প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষিত হলে শ্রমণ হন। সাত বছর বয়স হলে শ্রমণ হতে পারে । শ্রমণরা শিক্ষানবিশ। শ্রমণরা দশশীল পালন করেন।

ভিক্ষু: বৌদ্ধধর্মে যে কেউ ভিক্ষু হতে পারেন, তবে তাঁকে প্রথমে দশশীল গ্রহণের পরে উপসম্পদা গ্রহণ করতে হয়। উপসম্পদা গ্রহণ করলে তিনি ভিক্ষু নামে অভিহিত হন। ভিক্ষুগণকে ২২৭ শীল পালন করতে হয়। তাছাড়া ভিক্ষুদের কতিপয় অবশ্য পালনীয় কর্তব্য পালন করতে হয়। ২০ বছর বয়স না হলে ভিক্ষু হওয়া যায় না।

প্রশ্ন-৩. মিত্রের লক্ষণ কী?

উত্তর: 'সেখিয়া' বলতে শৈক্ষ্য বা শিক্ষণীয় বোঝায়। সেখিয়া বলতে মূলত ভিক্ষু শ্রমণদের পালনীয় ৭৫টি ধর্ম বা নীতিকে বোঝায় তবে সেখিয়ার সাথে অন্যান্য আপত্তির পার্থক্য হলো. সেখিয়া নীতি লঙ্ঘন করলে শাস্তি বা প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না।

প্রশ্ন-৪. পরিবারের প্রতি শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ বর্ণনা করো।

উত্তর: পরিবারের প্রতি শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ নিম্নরূপ—

পরিবারের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি কিছু পারিবারিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। লেখাপড়ার বাইরে পরিবারের কাজে সাহায্য করতে হবে। মা-বাবার পেশার কাজে ও বিভিন্ন কর্মে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে। এতে অভিজ্ঞতা বাড়বে।

মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর আলোকে

Tutor: এনসিটিবি প্রদত্ত নতুন প্রশ্নকাঠামো অনুযায়ী এ প্রশ্নোত্তরগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে। যোগ্যতাভিত্তিক এ প্রশ্নগুলোকে টপিকভিত্তিক উপস্থাপন করা হয়েছে এবং টু-দ্য-পয়েন্ট উত্তর দেওয়া হয়েছে। এগুলো অনুশীলন করলে ২×১০ = ২০ নম্বর নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে তুমি।

■ পাঠ-১: ভিক্ষুদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন

প্রশ্ন-৫. প্রাত্যহিক কর্ম ও নিত্যকর্ম বলতে কী বোঝ?

উত্তর: সুন্দর জীবনযাপনের জন্য প্রত্যেককে প্রতিদিন নিয়মমাফিক কিছু কাজ করতে হয়। এ কাজগুলির মধ্যে কিছু আছে শারীরিক সুস্থ থাকার জন্য, কিছু ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনযাপনের জন্য আর কিছু শিক্ষা লাভ ও অর্থ উপার্জনের সঙ্গে জড়িত। এগুলোকে সাধারণত প্রাত্যহিক কর্ম ও নিত্যকর্ম বলা হয়।

প্রশ্ন-৬. বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্ম প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব ভিক্ষু-শ্রমণদের উপর অর্পিত হয়েছে। তাদের প্রধান লক্ষ্য কী?

উত্তর: গৃহীজীবন ত্যাগ করে যাঁরা প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণ করেছেন তাঁরাই বৌদ্ধধর্মে ভিক্ষু ও শ্রমণ নামে পরিচিত। গৃহধর্ম পরিত্যাগ করে ব্রহ্মচর্য পালন ও নির্বাণ সাধনার পথ অনুসরণই এঁদের লক্ষ্য। এছাড়া বুদ্ধ-প্রবর্তিত সদ্ধর্ম দিকে দিকে সকল মানুষের কাছে প্রচার করাও বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণদের কর্তব্য।

প্রশ্ন-৭. শ্রমণদের জন্য দশশীল বা দশটি শীল পালন আবশ্যিক নিত্যকর্ম। এ শীলগুলো কী কী?

উত্তর: শ্রমণদের জন্য আবশ্যিক পালনীয় দশশীলসমূহ হলো: ১. জীবহত্যা; ২. চুরি; ৩. ব্যভিচার; ৪. মিথ্যাভাষণ; ৫. সুরাপান; ৬. বিকাল ভোজন; ৭. নৃত্যগীতে অনুরক্তি; ৮. গন্ধমাল্য প্রভৃতি ধারণ, ৯. আরামদায়ক শয্যায় শয়ন; ১০. সোনারূপা গ্রহণ ইত্যাদি অভ্যাস বর্জন।

প্রশ্ন-৮. প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা কাকে বলে?

উত্তর: আহার, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ ও ঔষধ জীবনধারণের এই চারটি মৌলিক উপাদান গ্রহণ সম্পর্কে ভিক্ষু-শ্রমণদের অবশ্যই যে ভাবনা করতে হয়, তাকে প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা বলে।

প্রশ্ন-৯. ভিক্ষু-শ্রমণদের চীবর পরিধানের সময় কীরূপ ভাবনা করতে হয়?

উত্তর: চীবর পরিধান বিষয়ে ভিক্ষু-শ্রমণদের যে রূপ ভাবনা করতে হয় তা হলো, পোকা-মাকড়, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর কামড়, শীত ও উষ্ণতা নিবারণ, ধুলা-বালি, লজ্জা নিবারণ প্রভৃতি হতে সুরক্ষার জন্য এই চীবর পরিধান করছি। পঞ্চ-কামগুণ উৎপাদনের জন্য নয়।

প্রশ্ন-১০. শয়নাসন গ্রহণ করার সময় শ্রমণদের কীরূপ ভাবনা করতে হয়?

উত্তর: শয়নাসন গ্রহণ করার সময় ভিক্ষু-শ্রমণদের যে রূপ ভাবনা করতে হয় তাহলো— এ শয়নাসন শুধু শীত ও উষ্ণতা নিবারণের জন্য, দংশক-ধুলাবালি, রৌদ্র-পোকামাকড়, সরীসৃপ প্রভৃতির আক্রমণ নিবারণ এবং চিত্তের একাগ্রতা সাধনের জন্য। আলস্য বা নিদ্রায় অনর্থক কালক্ষেপণের জন্য নয়।

প্রশ্ন-১১. গিলান প্রত্যয় প্রত্যবেক্ষণের সময় ভিক্ষু শ্রমণদেরকে কীরূপ ভাবনা করতে হয়?

উত্তর: ঔষধ গ্রহণের সময় ভিক্ষু-শ্রমণদের যে রূপ ভাবনা করতে হয় তাহলো, কেবল রোগ উপশমের জন্য প্রয়োজন মতো এ ওষুধ সেবন করছি। অন্য কোনো অকুশল উদ্দেশ্যে নয়।

প্রশ্ন-১২. ভিক্ষু-শ্রমণদের অতীত প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা করতে হয় কেন?

উত্তর: সূর্যোদয়ের পূর্বে, দুপুরের আহারের পরে এবং সন্ধ্যায় বন্দনার সময় যে প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা করতে হয়, তাকে অতীত প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা বলে। এ ভাবনা না করলে পরিভোগকারীর জন্য এসব চুরি ও ঋণের পর্যায়ভুক্ত হয়। এছাড়া প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা লোভ-দ্বেষ-মোহ ধ্বংসের হেতু উৎপন্ন করে। তাই ভিক্ষু-শ্রমণদের অতীত প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা করতে হয়।

প্রশ্ন-১৩. ভিক্ষু-শ্রমণদের চারি অকরণীয় বা চারটি কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়। এ চারটি কাজ কী কী?

উত্তর: ভিক্ষু-শ্রমণদের চারটি কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়, যাকে চারি অকরণীয় বলে। এগুলো হলো— ১. ব্যভিচার না করা, ২. চুরি না করা, ৩. জীবহত্যা না করা এবং ৪. দৈবশক্তিসম্পন্ন বলে দাবি না করা ও দৈবশক্তি প্রদর্শন না করা।

প্রশ্ন-১৪. বুদ্ধ দৈবশক্তি প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকার জন্য বিধিনিষেধ আরোপ করেন কেন?

উত্তর: বৈশালীতে দুর্ভিক্ষের সময় কিছু কিছু ভিক্ষু নিজেদের দৈবশক্তির অধিকারী বলে প্রচার করে গৃহীদের মনোযোগ আকর্ষণপূর্বক খাদ্য সংগ্রহ করতো। বুদ্ধ সেজন্য দৈবশক্তিসম্পন্ন বলে প্রচার ও তা প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকার জন্য বিধিনিষেধ আরোপ করেন।

প্রশ্ন-১৫. পঞ্চভাবনা কাকে বলে? এ ভাবনাগুলোকে পালন করা হয় কেন?

উত্তর: ভিক্ষু-শ্রমণদের নিত্যকরণীয় পাঁচটি ভাবনা হলো— মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, অশুভ ও উপেক্ষা। এ পাঁচটি বিষয়কে অবলম্বন করে ভাবনা করতে হয় বিধায় একে পঞ্চ ভাবনা বলে। ভিক্ষু-শ্রমণগণ সকাল-সন্ধ্যায় নির্জনে বসে এই পঞ্চ ভাবনা চর্চা করেন। পঞ্চভাবনা লোভ-লালসা, হিংসা-দ্বেষ ও কামভাব থেকে মুক্ত রাখে। তাই পঞ্চভাবনা পালন করা হয়।

প্রশ্ন-১৬. মুদিতা ভাবনার মূলমন্ত্র কী?

উত্তর: অপরের সৌন্দর্য, যশ, লাভ, ঐশ্বর্য, অথবা সৌভাগ্য দেখে নিজ চিত্তে আনন্দ অনুভব করাই মুদিতা। 'সকল প্রাণী যথালব্ধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক'— এটি হলো মুদিতা ভাবনার মূলমন্ত্র।

প্রশ্ন-১৭. ভিক্ষুগণ সমাধি দ্বারা কয় ধরনের বিশেষ জ্ঞান অর্জন করে থাকেন? এগুলো কী কী?

উত্তর: ভিক্ষুগণ সমাধির দ্বারা ছয় রকম বিশেষ জ্ঞান অর্জন করে থাকেন। যথা—দিব্যাদিব্য দর্শন, দিব্য শ্রবণ, অন্যের মনোভাব জানা, পূর্বজন্মের স্মৃতি মনে করা, রিপু দমনের ক্ষমতা লাভ, অলৌকিক বা ঋদ্ধি শক্তি অর্জন।

প্রশ্ন-১৮. ভিক্ষুদের কয়টি বিধিবিধান পালন করতে হয়? গুরুত্ব অনুসারে ভিক্ষুশীলসমূহকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়?

উত্তর: ভিক্ষুদের ২২৭টি শীল বা বিধিবিধান পালন করতে হয়। গুরুত্ব অনুসারে ভিক্ষুশীলসমূহকে আট ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা: পারাজিকা, সংঘাদিসেস, অনিয়ত, নিস্সগিয়া, পচিত্তিয়া, পাটিদেসনিয়া, সেখিয়া এবং অধিকরণ সমথ।

■ পাঠ-২ : গৃহীদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন

প্রশ্ন-১৯. গৃহীদের উদ্দেশ্য করে বুদ্ধ অনেক ধর্মোপদেশ দান করেছেন। এগুলো কোন কোন সূত্রে পাওয়া যায়?

উত্তর: গৃহীদের উদ্দেশ্য করে প্রদত্ত বুদ্ধের ধর্মোপদেশ 'গৃহী বিনয়' হিসেবে গণ্য করা হয়। সিগালোবাদ সূত্র, কলহবিবাদ সূত্র, পরাভব সূত্র, মঙ্গলসূত্র, ব্যগ্ঘপজ্জ সূত্র, খগ্গবিসান সূত্র, লক্খন সূত্র, গৃহীপ্রতিপদা সূত্র, ধম্মিক সূত্র, গৃহপতিবর্গ, বিদুর পণ্ডিত জাতক প্রভৃতিতে এসব উপদেশ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়।

প্রশ্ন-২০. অসময়ে ভ্রমণের ফলে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়?

উত্তর: অসময়ে ভ্রমণের ফলে নিজে অরক্ষিত থাকে, স্ত্রী-পুত্র অরক্ষিত থাকে, বিষয়সম্পত্তিও অরক্ষিত থাকে। এর ফলে সর্বদা আশঙ্কাযুক্ত হয়ে চলতে হয়, পাপকর্মে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপিত হয় এবং বিভিন্ন রকমের দুঃখজনক বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়।

প্রশ্ন-২১. মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। একজন সন্তানকে এ দায়িত্বগুলো কীভাবে পালন করতে হয়?

উত্তর: একজন সন্তানকে পাঁচভাবে মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হয়। যথা: ১. বৃদ্ধকালে মাতা-পিতার ভরণপোষণ করা, ২. নিজের কাজের আগে তাঁদের কাজ সম্পাদন করা, ৩. বংশমর্যাদা রক্ষা করা, ৪. তাঁদের বাধ্যগত থেকে তাঁদের বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ এবং, ৫. মৃত জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে দান দেওয়া।

প্রশ্ন-২২. স্বামীর প্রতি স্ত্রীর পাঁচ প্রকার দায়িত্ব পালন করতে হয়। এগুলো কী?

উত্তর: স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যে পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয় তাহলো— ১. সুচারুরূপে গৃহকার্য করা, ২. পরিজনবর্গ ও অতিথিদের প্রতি সাদর সম্ভাষণ করা, ৩. স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকা, ৪. স্বামীর সঞ্চিত ধন অপচয় না করা এবং ৫. গৃহকর্মে নিপুণা হওয়া এবং অলস না হওয়া।

প্রশ্ন-২৩. দিলীপ বড়ুয়া উত্তর দিকে প্রতিনিয়ত নমস্কার করেন। তিনি কেন এটি করেন?

উত্তর: দিলীপ বড়ুয়ার উত্তর দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের প্রতি কর্তব্য পালন করা। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা: ১. দান ও সাময়িক অর্থ সাহায্য করা, ২. প্রিয়বাক্য ব্যবহার করা, ৩. হিতাচরণ করা, ৪. প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রদর্শন করা এবং ৫. সরল ব্যবহার করা।

প্রশ্ন-২৪. গুরুর প্রতি শিষ্যের কী কী দায়িত্ব পালন করতে হয়?

উত্তর: গুরুর প্রতি শিষ্যের পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা: ১. গুরুর সামনে উচ্চ আসনে না বসা, ২. সেবা করা, ৩. আদেশ পালন করা, ৪. মনোযোগ সহকারে উপদেশ শ্রবণ করা এবং ৫. বিদ্যাভ্যাস করা।

প্রশ্ন-২৫. আয়-ব্যয় সমন্বয় করে যথারীতি জীবিকা নির্বাহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন বলে। এর জন্য কী করতে হবে?

উত্তর: শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন-যাপনের জন্য আয় বুঝে ব্যয় করা গৃহীর একান্ত কর্তব্য। তাদেরকে মিতব্যয়ী হতে হবে। আবার কৃপণতাও পরিহার
করতে হবে।

প্রশ্ন-২৬. শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপনের জন্য বুদ্ধ কী বলেছেন?

উত্তর: বুদ্ধ শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন প্রসঙ্গে বলেছেন, চারটি গুণে গুণান্বিত হলে ইহকাল ও পরকালে মহাউপকার সাধিত হয়। সে চারটি গুণ হলো— শ্রদ্ধাগুণ, শীলগুণ, দানগুণ ও প্রজ্ঞাগুণ।

প্রশ্ন-২৭. বুদ্ধ আয়-ব্যয়ের বিষয়ে গৃহীদের উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর উপদেশগুলো কী কী?

উত্তর: আয়-ব্যয়ের বিষয়ে গৃহীদের উদ্দেশ্যে বুদ্ধের উপদেশ হলো, আয় বা লাভের অংশকে চার ভাগ করে ব্যবহার করতে হবে। একভাগ নিজে পরিভোগ করবে। এ অংশ থেকে এক ভাগ দান করবে। দুই ভাগ কৃষি বা বাণিজ্যে নিযুক্ত করবে। চতুর্থ ভাগ সঞ্চয় করে রাখবে, যাতে বিপদের দিনে ব্যবহার করা যায়।

■ গৃহী নীতিমালা

প্রশ্ন-২৮. সৎ আচরণ ও সংযম সমাজে বসবাসের অন্যতম শর্ত। এ বিষয়ে কে গ্রন্থ লিখেছেন? এর আলোচ্য বিষয় কী?

উত্তর: সৎ আচরণ ও সংযম সমাজে বসবাসের অন্যতম শর্ত। এ বিষয়ে শ্রীমৎ ধর্মপাল থের সিংহলি ভাষায় 'গিহিদিন চরিয়া' নামে একটি গ্রন্থ লিখেছেন। গৃহীদের জন্য একান্ত আচরণীয় বিষয় হলো এ গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়।

প্রশ্ন-২৯. সুমনা সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ, হাত ধুয়ে বুদ্ধ পূজা করে। এ বিষয়ে সুমনার করণীয় কর্তব্যগুলো কী কী?

উত্তর: বুদ্ধ পূজা বিষয়ে সুমনার করণীয় কর্তব্যগুলো হলো— যদি কাছাকাছি বিহার থাকে তবে সেখানে গিয়ে পূজা ও বন্দনা করবে। অথবা ঘরে এই কাজ সম্পন্ন করা যাবে। বন্দনার পর তাকে ঘরের আসবাবপত্র পরিষ্কার করতে হবে। তারপর সে সকালের খাওয়ার পর মৈত্রী ভাবনা করে কাজে মন দিবে।

প্রশ্ন-৩০. পথ চলার সময় কী কী কাজ করা উচিত?

উত্তর: পথ চলার সময় স্থানীয় নিয়ম অনুসরণ করা উচিত। ডান ও বাম দিক ভালো করে দেখে রাস্তা পার হওয়া উচিত। চলার পথে কিছু খাওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা পালন করা উচিত। সাধ্যমতো অন্ধ, বৃদ্ধ ও শিশুদের রাস্তা পার হতে সাহায্য করা উচিত।

প্রশ্ন-৩১. আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু ও পরিচিত কারো অসুখ হলে তাদের প্রতি কী কী দায়িত্ব পালন করতে হয়?
উত্তর: আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু ও পরিচিত কারো অসুখ হলে তাকে সহানুভূতি ও সাহস যোগাতে হবে। যথাসাধ্য প্রয়োজনীয় ওষুধ ও পথ্য নিয়ে যেতে হবে। রোগীর সেবায় নিয়োজিত আত্মীয়-স্বজনকে সাহস ও সান্ত্বনা দিতে হবে।

প্রশ্ন-৩২. তোমার বন্ধু সংক্রামক রোগে আক্রান্ত। তাকে দেখতে যাওয়ার ক্ষেত্রে তোমার কী কী করা উচিত?
উত্তর: আমার বন্ধু সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হলে প্রয়োজনীয় সতর্কতা নিয়ে তাকে দেখতে যাওয়া উচিত। অধিক সময় রোগীর ঘরে থাকা উচিত নয়। রোগীর ঘর থেকে এসে কাপড় বদলে মুখ, হাত, পা ধুয়ে নিতে হয়। এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি।

প্রশ্ন-৩৩. পরিবারের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা ছাড়াও তাদেরকে কিছু কাজ করতে হয়। সেগুলো কী কী?
উত্তর: ছেলেমেয়েদের পড়ার বাইরেও পরিবারের অন্যান্য কাজে যথাসম্ভব সাহায্য করতে হয়। মা-বাবা যে পেশায় কাজ করেন সে কাজে সাধ্যমতো তাঁদের সাহায্য করতে হয়। অবসরে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে পারিবারিক কাজে অংশগ্রহণ করতে হয়।

প্রশ্ন-৩৪. ব্যক্তির নামকরণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কর্তব্য কর্ম বা নীতি কী?
উত্তর: ব্যক্তির নামকরণ ধর্মীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কিত হলে ভালো হয়। এতে নিজ ধর্মের সাথে পরিচিতি ও নৈকট্য বৃদ্ধি পায়। নিজের দেশের ঐতিহ্য, পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অনুযায়ীও নাম রাখা যেতে পারে।

■ সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম

প্রশ্ন-৩৫. বুদ্ধের প্রতি বৈশালী রাজ্যের অধিবাসীদের আচরণ কীরূপ ছিল?
উত্তর: বৈশালীর অধিবাসী বজ্জি ও লিচ্ছবিরা বুদ্ধের অনুসারী ছিলেন। বুদ্ধের প্রতি তাদের আচরণ ছিল অত্যন্ত মৈত্রীপূর্ণ। লিচ্ছবিরা বুদ্ধ ও সঙ্ঘের বসবাসের জন্য সুরম্য কুটাগারশালা বিহার নির্মাণ করে দেয়। বুদ্ধ ঐ বিহারে পাঁচবার বর্ষাবাস পালন করেন।

প্রশ্ন-৩৬. বজ্জিরা 'সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম' অনুসরণ করে কী ফল পেয়েছিল? যে কোনো জাতি বা সমাজের ক্ষেত্রে এর ফলাফল কী হতে পারে?
উত্তর: বজ্জিরা 'সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম' বা সাতটি অপরিহার্য উপদেশ অনুসরণ করে প্রাচীন আর্যাবর্তে নিজেদের অজেয় এবং উন্নত জাতিতে পরিণত করেছিলেন। যেকোনো জাতি বা সমাজ এ সাতটি অপরিহার্য ধর্ম বা অনুশাসন পালন করলে তাদের কখনো পরাজয় ঘটবে না।

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

■ ৩৩টি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ■ ১৮টি অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

নিশ্চিত নম্বরের প্রশ্ন ও উত্তর (SURE 15) পাঠ্যবই ও বোর্ডের সূত্র উল্লেখসহ

Tutor: পরীক্ষায় জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নের ৩×৫ = ১৫ নম্বর সরাসরি কমন পাওয়া সম্ভব। তাই এখানে দেওয়া হয়েছে পাঠ্যবইয়ের টপিক ও পৃষ্ঠার সূত্র উল্লেখ করে অধ্যায়টির সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর। এ প্রশ্নগুলো অনুশীলন করলে পরীক্ষায় ১০০% কমন পাবে তুমি।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ ভিক্ষুদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন

প্রশ্ন-১. শ্রমণদের আবশ্যিক নিত্যকর্ম কী? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৮।*
উত্তর: দশশীল পালন শ্রমণদের জন্য আবশ্যিক নিত্যকর্ম।

প্রশ্ন-২. শ্রমণরা কতটি শীল পালন করেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৮। /চট্টগ্রাম ম্যানেজমেন্ট পাবলিক কলেজ/*
উত্তর: শ্রমণরা ১০টি শীল পালন করেন।

প্রশ্ন-৩. কত বছর বয়স না হলে শ্রমণ হওয়া যায় না? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৮।*
উত্তর: সাত বছর বয়স না হলে শ্রমণ হওয়া যায় না।

প্রশ্ন-৪. শ্রমণ অর্থ কী? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৮।*
উত্তর: শ্রমণ অর্থ শিক্ষানবিশ।

প্রশ্ন-৫. শ্রমণদের প্রতিদিন কী করতে হয়? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৮।*
উত্তর: শ্রমণদের প্রতিদিন ত্রিশরণসহ দশশীল গ্রহণ করতে হয়।

প্রশ্ন-৬. প্রত্যবেক্ষণ ভাবনার মৌলিক উপাদান কয়টি? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৯। /কুমিল্লা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ/*
উত্তর: প্রত্যবেক্ষণ ভাবনার মৌলিক উপাদান চারটি।

প্রশ্ন-৭. কয়টি মৌলিক উপাদান গ্রহণ সম্পর্কে ভিক্ষু শ্রমণদের ভাবনা করতে হয়? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৯।*
উত্তর: চারটি মৌলিক উপাদান গ্রহণ সম্পর্কে।

প্রশ্ন-৮. প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা কী উৎপন্ন করে? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৯।*
উত্তর: প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা লোভ-দ্বেষ-মোহ ধ্বংসের হেতু উৎপন্ন করে।

প্রশ্ন-৯. চারি অকরণীয় কী? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৯।*
উত্তর: চারি অকরণীয় হচ্ছে— ব্যভিচার না করা, চুরি না করা, জীবহত্যা না করা এবং দৈবশক্তি প্রদর্শন না করা।

প্রশ্ন-১০. কারা একাহারী? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৯। /সিলেট বোর্ড ২০১৮/*
উত্তর: ভিক্ষুগণ একাহারী।

প্রশ্ন-১১. কাদের সোনা-রূপা গ্রহণ করা বারণ? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪০।*
উত্তর: বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সোনা-রূপা গ্রহণ করা বারণ।

প্রশ্ন-১২. করুণা ভাবনা কাকে বলে? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪০। /সি. বো. '২৪, সকল বোর্ড '১৭/*
উত্তর: দুঃখীর দুঃখে ব্যথিত হয়ে দুঃখমুক্তি কামনা করাকে করুণা ভাবনা বলে।

প্রশ্ন-১৩. উপেক্ষা ভাবনা কত প্রকার? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪০।*
উত্তর: উপেক্ষা ভাবনা আট প্রকার।

প্রশ্ন-১৪. 'সেখিয়া' অর্থ কী? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪১। /রাউজান আর. আর. এ. সি. মাদ্রাসা হাই স্কুল চট্টগ্রাম/*
উত্তর: 'সেখিয়া' শব্দের অর্থ শৈক্ষ্য বা শিক্ষণীয়।

প্রশ্ন-১৫. পাচিত্তিয়া কত প্রকার? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪১।*
উত্তর: পাচিত্তিয়া বিরানব্বই প্রকার।

প্রশ্ন-১৬. ধ্যানের মাধ্যমে কী করা হয়? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪১।*
উত্তর: ধ্যানের মাধ্যমে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সমাহিত বা স্থির করা হয়।

প্রশ্ন-১৭. ভিক্ষুদের কয়টি শীল বা বিধি-বিধান পালন করতে হয়? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪১।*
উত্তর: ভিক্ষুদের ২২৭টি শীল বা বিধি-বিধান পালন করতে হয়।

প্রশ্ন-১৮. ভিক্ষু শীলসমূহকে কয় ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪১।*
উত্তর: ভিক্ষু শীলসমূহকে আট ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন-১৯. সঙ্ঘাদিসেস আপত্তি কত প্রকার? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪১।*
উত্তর: সঙ্ঘাদিসেস আপত্তি তেরো প্রকার।

প্রশ্ন-২০. নিসসগিয়া অর্থ কী? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪১।*
উত্তর: নিসসগিয়া অর্থ ত্যাগ করা উচিত।

প্রশ্ন-২১. পাটিদেসনিয়া আপত্তি কয়টি? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪১।*
উত্তর: পাটিদেসনিয়া আপত্তি চারটি।

প্রশ্ন-২২. 'অধিকরণ' শব্দের অর্থ কী? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪১।*
উত্তর: ঝগড়া, ঝগড়ার বিষয়, বিষয় বিচার, বিচারের বিষয় ইত্যাদি।

■ গৃহীদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন

প্রশ্ন-২৩. কারা ষড়দোষ পরিত্যাগ করেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪২।
উত্তর: ধার্মিক গৃহীরা ষড়দোষ পরিত্যাগ করেন।

প্রশ্ন-২৪. বুদ্ধ পরাভব সূত্রে পরাজয়ের কয়টি কারণ নির্দেশ করেছেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪২।
উত্তর: বুদ্ধ পরাভব সূত্রে পরাজয়ের বারোটি কারণ নির্দেশ করেছেন।

প্রশ্ন-২৫. নেশা গ্রহণের ফলে কয়টি বিষময় ফল ভোগ করতে হয়? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪২।
উত্তর: নেশা গ্রহণের ফলে ছয়টি বিষময় ফল ভোগ করতে হয়।

প্রশ্ন-২৬. মঙ্গলসূত্রে কত প্রকার মঙ্গলের কথা বলা হয়েছে? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪২।
উত্তর: মঙ্গলসূত্রে ৩৮ প্রকার মঙ্গলের কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন-২৭. পূর্বদিকে নমস্কারের অর্থ কী? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪৩।
উত্তর: পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা।

প্রশ্ন-২৮. উর্ধ্ব দিকে নমস্কারের অর্থ কী? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪৪।
উত্তর: উর্ধ্ব দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের প্রতি কর্তব্য পালন করা।

প্রশ্ন-২৯. বুদ্ধ গৃহী জীবনে মঙ্গলজনক কয়টি বিষয় মেনে চলার উপদেশ দিয়েছেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪৪।
উত্তর: বুদ্ধ গৃহী জীবনে মঙ্গলজনক চারটি বিষয় মেনে চলার উপদেশ দিয়েছেন।

প্রশ্ন-৩০. বুদ্ধ আয় বা লাভের অংশ কয় ভাগ করে ব্যবহার করতে উপদেশ দিয়েছেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪৫।
উত্তর: বুদ্ধ আয় বা লাভের অংশ চার ভাগ করে ব্যবহার করতে উপদেশ দিয়েছেন।

■ গৃহী নীতিমালা ও সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম

প্রশ্ন-৩১. কোনটি মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচয় বহন করে? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪৫।
উত্তর: সৎ আচরণ মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচয় বহন করে।

প্রশ্ন-৩২. সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্মে বয়োবৃদ্ধ বা জ্ঞানবৃদ্ধদের সাথে কী করতে বলা হয়েছে? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪৭।
উত্তর: সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্মে বয়োবৃদ্ধ বা জ্ঞানবৃদ্ধদের শ্রদ্ধা, সম্মান, গৌরব ও পূজা করা এবং তাদের আদেশ পালন করতে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন-৩৩. বৌদ্ধসঙ্ঘের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য বুদ্ধ কয়টি অপরিহার্য ধর্ম দেশনা করেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪৮।
উত্তর: বৌদ্ধসঙ্ঘের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য বুদ্ধ সাতটি অপরিহার্য ধর্ম দেশনা করেন।

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ ভিক্ষুদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন

প্রশ্ন-১. ভিক্ষুদের আহার সম্পর্কিত অনুশাসনটি ব্যাখ্যা করো। ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৯।
উত্তর: ভিক্ষুরা একাহারী। তাদের মধ্যাহ্নের পূর্বে বা দুপুর বারোটার আগে আহার গ্রহণ সম্পন্ন করতে হয়।
সাধারণত ভিক্ষান্ন দ্বারা ভিক্ষু শ্রমণদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। তবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভিক্ষু শ্রমণগণ গৃহীদের আমন্ত্রণে গৃহে গিয়েও আহার গ্রহণ করতে পারেন।

প্রশ্ন-২. গিলান প্রত্যবেক্ষণ বলতে কী বোঝ? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৯। [চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ]
উত্তর: ঔষধ গ্রহণের সময় যে ভাবনা করতে হয় তাকে গিলান প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা বলে।
ঔষধ গ্রহণের সময় ভিক্ষু-শ্রমনদের এরূপ ভাবনা করতে হয়। শুধু রোগ উপশমের জন্য প্রয়োজন মতো এ ঔষধ সেবন করছি। অন্য কোনো অকুশল উদ্দেশ্যে নয়। এই ভাবনাই হচ্ছে গিলান প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা।

প্রশ্ন-৩. বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কেন চীবর প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা করতে হয়? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৯।
উত্তর: পোকামাকড়, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর কামড়, শীত ও উষ্ণতা নিবারণ, ধুলাবালি, লজ্জা নিবারণ প্রভৃতি হতে সুরক্ষার জন্য চীবর পরিধান বিষয়ে ভিক্ষু শ্রমণদের এরূপ ভাবনা করতে হয়, পঞ্চ কামগুণ উৎপাদনের জন্য নয়। তাই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের চীবর প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা করতে হয়।

প্রশ্ন-৪. ভিক্ষু শ্রমণেরা সংযম ব্রত পালন করেন কেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪০।
উত্তর: ব্রহ্মচর্য পালন ও নির্বাণ সাধনার পথ অনুসরণের জন্যই মূলত ভিক্ষু শ্রমণেরা সংযম ব্রত পালন করেন।
সংযম ব্রত পালন করতে গিয়ে ভিক্ষু শ্রমণেরা সোনা-রুপা গ্রহণ করেন না। হয় তা দাতাকে ফেরত দেন অথবা অন্য গৃহস্থকে দান করেন।

প্রশ্ন-৫. ভিক্ষুরা পঞ্চভাবনা করেন কেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪০।
উত্তর: পঞ্চভাবনা ভিক্ষু-শ্রমণদের নিত্যকরণীয় একটি ভাবনা।
পঞ্চভাবনা ভিক্ষুদের লোভ-লালসা, হিংসা-দ্বেষ ও কামভাব থেকে মুক্ত রাখে। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, অশুভ ও উপেক্ষা এ পাঁচটি বিষয়কে অবলম্বন করে ভাবনা করতে হয় বিধায় একে পঞ্চভাবনা বলে।

প্রশ্ন-৬. ভিক্ষুদের অশুভ ভাবনা করতে হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪০।
উত্তর: বৌদ্ধধর্মে ভিক্ষু-শ্রমণদের নিত্যকর্ম হিসেবে পঞ্চ ভাবনা করতে হয়। এর মধ্যে একটি হচ্ছে অশুভ ভাবনা।
প্রথমত, পঞ্চভাবনা ভিক্ষুদেরকে লোভ-লালসা, হিংসা-দ্বেষ ও কামভাব থেকে মুক্ত রাখে। অন্যদিকে অশুভ ভাবনা হচ্ছে নিজের শরীর রোগ-ব্যাধি ও অশুচির আধার। জীবন অনিত্য এবং মৃত্যুর অধীন। এ বিষয়গুলোকে অবলম্বন করে ভাবনা করাই হচ্ছে অশুভ কামনা। তাই স্বাভাবিকভাবেই অশুভ ভাবনা করতে হয়।

প্রশ্ন-৭. ভিক্ষুদের সংযম ব্রত পালন করতে হয় কেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪০। [সিলেট বোর্ড ২০১৮]
উত্তর: গৃহধর্ম পরিত্যাগ করে ব্রহ্মচর্য পালন ও নির্বাণ সাধনার পথ অনুসরণ করেন ভিক্ষুরা। ভিক্ষুরা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়া অন্য কোনো দ্রব্য গ্রহণ করতে পারেন না। তাই ভিক্ষুদের সংযম ব্রত পালন করতে হয়। বুদ্ধ শাসনের উন্নতির জন্য ভিক্ষুসঙ্ঘ ভূমি, বিহার প্রভৃতি সম্পত্তি গ্রহণ করতে পারবেন।

প্রশ্ন-৮. পঞ্চভাবনা বলতে কী বোঝ? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪০। [কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ]
উত্তর: মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, অশুভ ও উপেক্ষা এ পাঁচটি বিষয়কে অবলম্বন করে যে ভাবনা করা হয় তাকে পঞ্চভাবনা বলা হয়।
পঞ্চ ভাবনা ভিক্ষু শ্রমণদের নিত্যকরণীয় একটি ভাবনা। সকাল-সন্ধ্যায় নির্জনে বসে পঞ্চভাবনা চর্চা করতে হয়। এই ভাবনা মানুষকে লোভ-লালসা, হিংসা-দ্বেষ ও কামভাব থেকে মুক্ত রাখে। তাই সবার উচিত নিয়মিত পঞ্চভাবনা চর্চা করা।

প্রশ্ন-৯. মুদিতা ভাবনা বলতে কী বোঝ? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪০। [রাউজান আর. আর. এ. সি. মডেল হাই স্কুল চট্টগ্রাম]
উত্তর: অপরের সৌন্দর্য, যশলাভ, ঐশ্বর্য অথবা সৌভাগ্য দেখে নিজ চিত্তে আনন্দ অনুভব করাই মুদিতা ভাবনা। সকল প্রাণী যথালব্ধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক এটি হলো মুদিতা ভাবনার মূলমন্ত্র।

প্রশ্ন-১০. বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য কোনগুলো? লেখো। ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪০।
উত্তর: বৌদ্ধ ভিক্ষুদের তিনটি চীবর, যথা-সংঘাটি, উত্তরাসঙ্গ ও অন্তর্বাস, ভিক্ষাপাত্র, ক্ষুর, সুচ-সুতা, কটি বন্ধনী এবং জল ছাঁকনি এ আটটি ভিক্ষু শ্রমণদের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য দ্রব্য। দ্রব্যগুলো ভিক্ষু-শ্রমণদের জীবনযাপনের জন্য যথেষ্ট বলে বুদ্ধ নির্দেশ করেছেন।

প্রশ্ন-১১. পারাজিকা সম্পর্কে কী জান? লেখো। ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪১।
উত্তর: পারাজিকা অর্থ পরাজয়, ক্ষতি, ধর্ম হতে চ্যুত বা বহির্ভূত, বর্জিত, ভ্রষ্ট, অপসারিত ইত্যাদি। অর্থাৎ পারাজিকা হলো কতিপয় অপরাধ যা সংগঠন করলে সঙ্ঘের মধ্যে আর অবস্থান করা যায় না। অপরাধসমূহ হলো ব্যভিচার, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, নরহত্যা ও ক্ষমতার বৃথা গর্ব। ভিক্ষুদের এসব বিষয় হতে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। পারাজিকাপ্রাপ্ত ভিক্ষু উপোসথ, প্রবারণা ইত্যাদি বিনয়কর্ম করার অযোগ্য।

■ গৃহীদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন

প্রশ্ন-১২. কীভাবে মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়?
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৬৩।

উত্তর: পাঁচভাবে মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা-মাতা-পিতার বৃদ্ধকালে ভরণ-পোষণ করা, নিজের কাজের আগে তাঁদের কাজ সম্পাদন করা, বংশ মর্যাদা রক্ষা করা, তাদের বাধ্যগত থেকে বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী লাভ এবং মৃত জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে দান দেওয়া।

প্রশ্ন-১৩. আয়-ব্যয় বিষয়ে বুদ্ধের উপদেশ কী ছিল? লেখ।
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৬৫।

উত্তর: বুদ্ধ আয় বা লাভের অংশকে চার ভাগ করে ব্যবহার করতে উপদেশ দিয়েছেন; যথা- (১) এক ভাগ নিজে পরিভোগ করবে। এ অংশ থেকে এক ভাগ দান করবে (২) দুই ভাগ কৃষি বা বাণিজ্যে নিযুক্ত করবে (৩) চতুর্থ ভাগ সঞ্চয় করে রাখবে, যাতে বিপদের দিনে ব্যবহার করা যায়।

প্রশ্ন-১৪. গৃহী নীতিমালা অনুসারে পথ চলার নিয়ম ব্যাখ্যা করো।
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৬৬।

উত্তর: গৃহী নীতিমালা অনুসারে পথ চলার নিয়ম হলো বড় ও প্রসিদ্ধ রাস্তায় চলার সময় স্থানীয় নিয়ম অনুসরণ করা উচিত। ডান ও বাম দিক ভালো করে দেখে রাস্তা পার হওয়া উচিত। অন্যমনস্ক হওয়া যাবে না এবং হাতে ছাতা থাকলে তা পরের গায়ে যেন না লাগে সেদিকে নজর রাখা দরকার।

প্রশ্ন-১৫. মৃত ব্যক্তিকে দর্শন করতে হয় কেন? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৬৬।

উত্তর: আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-পড়শীর মৃত্যুতে দেখতে যাওয়া সামাজিক ও ধর্মীয় কর্তব্য।

আমরা জানি, জীব মাত্রই মৃত্যুর অধীন। মৃত ব্যক্তিকে দর্শন করতে হয় ব্যক্তির শোকাহত পরিবারকে সমবেদনা জানানোর জন্য। জন্ম-মৃত্যু স্বাভাবিক ঘটনা, এ কথা বলে মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়দের সান্ত্বনা দেওয়া যেতে পারে কিংবা সমবেদনা প্রকাশ করা যায়।

■ গৃহী নীতিমালা ও সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম

প্রশ্ন-১৬. ভিক্ষুদের সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম পালন করা উচিত কেন? ব্যাখ্যা করো। ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৬৭।

উত্তর: কখনোই যেন পরাজয় না ঘটে সেজন্য ভিক্ষুদের সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম পালন করা উচিত।

'সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম' কথাটির অর্থ হচ্ছে সাতটি অপরিহার্য কর্তব্য। যা বুদ্ধ বৌদ্ধসঙ্ঘের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য দেশনা করেন। এগুলো মহাপরিনির্বাণ সূত্রে সংকলিত হয়েছে। ভিক্ষুসঙ্ঘের ভবিষ্যৎ কল্যাণার্থে বুদ্ধ এ অনুশাসনসমূহ দেশনা করেন এবং বলেন যে, এগুলো পালন করলে ভিক্ষুদের কখনোই পরাজয় ঘটবে না।

প্রশ্ন-১৭. সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্মের পটভূমি ব্যাখ্যা করো। ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৬৭।

উত্তর: বুদ্ধের সময় বৈশালী নামে একটি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। বৈশালীর অধিবাসী বজ্জি ও লিচ্ছবিরা বুদ্ধের অনুসারী ছিলেন। লিচ্ছবিরা বুদ্ধ ও সঙ্ঘের বসবাসের জন্য সুরম্য কূটাগারশালা বিহার নির্মাণ করে দেয়। বুদ্ধ ঐ বিহারে পাঁচবার বর্ষাবাস পালন করেন। বৈশালীতে অবস্থানকালে বুদ্ধ একাধিক সূত্র ও অনুশাসন দেশনা করেন। তার মধ্যে গৃহীদের জন্য 'সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম' অন্যতম। 'সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম' অর্থ হচ্ছে সাতটি অপরিহার্য কর্তব্য।

প্রশ্ন-১৮. 'সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম' কী? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৬৭। [সিলেট বোর্ড ২০২৩]

উত্তর: 'সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম অর্থ হচ্ছে সাতটি অপরিহার্য কর্তব্য। তথাগত বুদ্ধ বৈশালীর 'সারন্দদ চৈতে' অবস্থানকালে বজ্জীগণের উদ্দেশ্যে এই অনুশাসনসমূহ দেশনা করেন।

'সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম' কথাটির অর্থ হচ্ছে সাতটি অপরিহার্য কর্তব্য। যা বুদ্ধ বৌদ্ধসঙ্ঘের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য দেশনা করেন। এগুলো মহাপরিনির্বাণ সূত্রে সংকলিত হয়েছে। ভিক্ষুসঙ্ঘের ভবিষ্যৎ কল্যাণার্থে বুদ্ধ এ অনুশাসনসমূহ দেশনা করেন এবং বলেন যে, এগুলো পালন করলে ভিক্ষুদের কখনোই পরাজয় ঘটবে না।

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

১৪টি সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন ■ ২টি অনুশীলনীর প্রশ্ন ■ ৬টি বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন
■ ২টি শীর্ষস্থানীয় স্কুলের প্রশ্ন ■ ৪টি মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে

Tutor: পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ টপিক ও শিখনফলের আলোকে তৈরি। নতুন পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলোর উত্তরের নমুনা দেখে নাও তুমি। এর মাধ্যমে পরীক্ষায় সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন কেমন হতে পারে ও উত্তর কীভাবে লিখতে হবে সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাবে।

প্রশ্ন ▶ ১

দিক	নিত্যকর্ম
বিদ্যাভ্যাস করে।	তারা শুধু জীবনধারণের জন্য আহার গ্রহণ করেন। দেহের শক্তি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নয়।
বড়দের সম্মান করে।	সকল প্রাণী সুখী হোক, সকল প্রকার দুঃখ হতে মুক্ত হোক বলে ভাবনা করে।
আদেশ পালনে সচেষ্ট থাকে।	কাষায় বস্ত্র পরিধান করেন, পঞ্চ-কামগুণ উৎপাদনের জন্য নয়।

ক. কারা ষড়দোষ পরিত্যাগ করেন? ১
খ. ভিক্ষু শ্রমণেরা সংযম ব্রত পালন করেন কেন? ২
গ. তালিকায় বর্ণিত আচরণসমূহ গৃহস্থরা কেন পালন করেন? সিগালোবাদ সূত্রের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উল্লেখিত তালিকায় নিত্যকর্ম ও অনুশাসনের ইঙ্গিত কাদের জন্য প্রযোজ্য পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

◀ শিখনফল-১ ও ৩

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ধার্মিক গৃহীরা ষড়দোষ পরিত্যাগ করেন।

খ ব্রহ্মচর্য পালন ও নির্বাণ সাধনার পথ অনুসরণের জন্যই মূলত ভিক্ষু শ্রমণেরা সংযম ব্রত পালন করেন।

সংযম ব্রত পালন করতে গিয়ে ভিক্ষু শ্রমণেরা সোনা-রুপা গ্রহণ করেন না। হয় তা দাতাকে ফেরত দেন অথবা অন্য গৃহস্থকে দান করেন।

গ প্রশ্নে উল্লিখিত তালিকায় বিদ্যাভ্যাস করা, বড়দের সম্মান করা, আদেশ পালনে সচেষ্ট থাকা— এ বিষয়গুলো উল্লেখ রয়েছে। এগুলো মূলত গৃহীদের মঙ্গল, সুন্দর ও শান্তিময় জীবনযাপনের জন্য বুদ্ধের দেওয়া ধর্মোপদেশ।

ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে এসব ধর্মোপদেশ পাওয়া যায়। এ বিষয়গুলো সিগালোবাদ সূত্রের গৃহীর ষড়দিকে উল্লেখ রয়েছে। ধার্মিক গৃহীর ছয় প্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। একে গৃহীর ষড়দিক রক্ষা করা বলে।

গৃহীর ষড়দিক রক্ষা করার মধ্যে দক্ষিণ দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে গুরুর প্রতি কর্তব্য পালন করা। গুরুর প্রতি মূলত পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়, যথা— ১. গুরুর সামনে উচ্চ আসনে না বসা ২. সেবা করা ৩. আদেশ পালন করা ৪. মনোযোগ সহকারে উপদেশ শ্রবণ করা ৫. বিদ্যাভ্যাস করা। পাশাপাশি গুরুকেও শিষ্যের প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা— ১. সুন্দররূপে বিনীত করা ২. খুঁটিনাটি বিষয়

শিক্ষা দেওয়া ৩. পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করে দেওয়া ৪. বন্ধুদের নিকট ছাত্রের প্রশংসা করা এবং ৫. বিপদে রক্ষা করা।

খ উদ্দীপকে উল্লেখিত তালিকায় যে সকল নিত্যকর্ম ও অনুশাসনের ইঙ্গিত রয়েছে সেগুলো ভিক্ষু শ্রমণদের জন্য প্রযোজ্য। এ বিষয়গুলো ভিক্ষু শ্রমণদের প্রত্যবেক্ষণ ভাবনার অন্তর্ভুক্ত।

আহার, বাসস্থান, পোশাক, পরিচ্ছদ ও ঔষধ, জীবনধারণের এই চারটি মৌলিক উপাদান গ্রহণ সম্পর্কে ভিক্ষু শ্রমণদের অবশ্যই ভাবনা করতে হয়, যা প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা নামে পরিচিত। এগুলো নিম্নরূপ:

১. **চীবর প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা:** চীবর পরিধান বিষয়ে ভিক্ষু শ্রমণরা ভাবেন— পোকামাকড়, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর কামড়, শীত ও উষ্ণতা নিবারণ, ধুলা-বালি, লজ্জা নিবারণ প্রভৃতি হতে সুরক্ষার জন্য এ চীবর পরিধান করেছি। পঞ্চ-কামগুণ উৎপাদনের জন্য নয়।

২. **পিণ্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা:** আহার গ্রহণ করার সময় ভিক্ষু শ্রমণদের এরূপ ভাবনা করতে হয়— 'আমি কেবল জীবনধারণের জন্য এই আহার গ্রহণ করেছি। শারীরিক সৌন্দর্য ও বল বৃদ্ধির জন্য নয়।'

৩. **শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ:** শয়নাসন গ্রহণ করার সময় ভিক্ষু— শ্রমণদের এরূপ ভাবনা করতে হয়— 'এ শয়নাসন শুধু শীত ও উষ্ণতা নিবারণের জন্য, দংশক-ধুলাবালি-রৌদ্র পোকামাকড়, সরীসৃপ প্রভৃতির আক্রমণ নিবারণ এবং চিত্তের একাগ্রতা সাধনের জন্য। আলগা বা নিদ্রায় অনর্থক কালক্ষেপণের জন্য নয়।

৪. **গিলান প্রত্যয় প্রত্যবেক্ষণ:** ঔষধ গ্রহণের সময় ভিক্ষু—শ্রমণদের এরূপ ভাবনা করতে হয়— কেবল রোগ উপশমের জন্য প্রয়োজন মতো এ ঔষুধ সেবন করছি। অন্য কোনো অকুশল উদ্দেশ্যে নয়।

প্রশ্ন ▶ ২ কাহিনী-১: দীপক বড়ুয়া সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত শেষ করে ত্রিরত্ন সেবায় নিয়োজিত হন। তিনি সতর্কতার সাথে রাস্তা পারাপার হন। এলাকায় কেউ মৃত্যুবরণ করলে তাকে সৎকারের জন্য এগিয়ে যান এবং পরিবারের প্রধান হিসেবে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকেন।

কাহিনী-২: শ্রদ্ধেয় আর্যপ্রিয় ভিক্ষু বিনয়ের অনুশাসনের অংশ হিসেবে বয়সে বড় ভিক্ষুদের সম্মান করেন। সঙ্ঘে একত্র হয়ে থাকেন এবং নির্বাণ সাধনায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন।

ক. শ্রমণদের আবশ্যিক নিত্যকর্ম কী? ১

খ. ভিক্ষুরা পঞ্চভাবনা করেন কেন? ২

গ. কাহিনী-১ এ দীপক বড়ুয়ার আচরণ গৃহী নীতিমালার আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ২ নং কাহিনী ভিক্ষুদের জন্য 'সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্মের বিষয়' যুক্তি প্রদর্শন করো। ৪

◀ *শিখনফল-৩ ও ৪*

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক দশশীল পালন শ্রমণদের জন্য আবশ্যিক নিত্যকর্ম।

খ পঞ্চভাবনা ভিক্ষু-শ্রমণদের নিত্যকরণীয় একটি ভাবনা।

পঞ্চভাবনা ভিক্ষুদের লোভ-লালসা, হিংসা-দ্বেষ ও কামভাব থেকে মুক্ত রাখে। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, অশুভ ও উপেক্ষা এ পাঁচটি বিষয়কে অবলম্বন করে ভাবনা করতে হয় বিধায় একে পঞ্চভাবনা বলে।

গ কাহিনী-১ এ উল্লিখিত দীপক বড়ুয়ার সকালের কাজ, পথ চলা, মৃতদর্শন ও পরিবারের দায়িত্ব কর্তব্য বর্ণিত হয়েছে। তিনি মূলত গৃহী নীতিমালা অনুযায়ী তার জীবন পরিচালনা করেন।

শ্রীমৎ ধর্মপাল থের সিংহলি ভাষায় 'গিহিদিন চরিয়া' নামে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। তাতে গৃহীদের জন্য একান্ত আচরণীয় বিষয় বর্ণিত আছে। এ আচরণগুলোর মধ্যে সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ, হাত ধুয়ে বুদ্ধপূজা করার কথা বলা হয়েছে। পথ চলার ক্ষেত্রে স্থানীয় নিয়ম অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলতে নিষেধ করা হয়েছে। ডান বাম দিক ভালো করে দেখে রাস্তা পার হওয়ার কথা বলা হয়েছে। মৃত দর্শনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-পড়শির মৃত্যুতে দেখতে যাওয়া সামাজিক ও ধর্মীয় কর্তব্য। শোকার্তদের সমবেদনা জানানো, মৃতের উদ্দেশ্যে আয়োজিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া ও কোনোরকম সহায়তার প্রয়োজন হলে সহায়তা করার কথা বলা হয়েছে। পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালনের কথাও বলা হয়েছে। তাছাড়া আহার, স্নান ও কাপড় পড়ার নিয়ম, সভার আচরণবিধি, নামকরণ ইত্যাদি বিষয়ও গৃহী নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ঘ ২নং কাহিনী ভিক্ষুদের জন্য 'সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্মের বিষয়'— উক্তিটি যথার্থ ও যুক্তিসংগত।

'সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম' কথাটির অর্থ হচ্ছে সাতটি অপরিহার্য কর্তব্য। বৈশালী রাজ্যের কূটাগারশালা বিহারে বুদ্ধ পাঁচবার বর্ষাবাস পালন করেছিলেন। বৈশালীদের অবস্থানকালে বুদ্ধ একাধিক সূত্র ও অনুশাসন দেশনা করেন। তার মধ্যে সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম অন্যতম। বুদ্ধ বৌদ্ধসঙ্ঘের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য সাতটি অপরিহার্য ধর্মদেশনা করেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত শ্রদ্ধেয় আর্যপ্রিয় ভিক্ষু বিনয়ের অনুশাসনের অংশ হিসেবে বড় ভিক্ষুদের সম্মান করেন। সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্মের চতুর্থ নম্বরে বলা হয়েছে, ভিক্ষুগণ বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের সম্মান, পূজা ও সেবা করবেন। অর্থাৎ বড় ভিক্ষুদের সম্মান সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। তিনি সঙ্ঘে একত্রিত হয়ে থাকেন। সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্মের প্রথমেই বলা হয়েছে ভিক্ষুগণ সঙ্ঘে একত্রে সম্মিলিত হবেন। তিনি নির্বাণ সাধনায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্মের ষষ্ঠ নম্বরে বলা হয়েছে, ভিক্ষুগণ অরণ্যে বা একান্তে নির্বাণ সাধনায় মনোনিবেশ করেন।

পরিশেষে বলা যায়, শ্রদ্ধেয় আর্যপ্রিয় ভিক্ষু বিনয়ের সবগুলো কাজই সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্মের অন্তর্ভুক্ত।

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর — সিলেবাস ও শিখনফলের আলোকে বাছাইকৃত

এখানে বিভিন্ন সালের এসএসসি পরীক্ষায় আসা প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে। বোর্ড পরীক্ষায় যেসব শিখনফলের ওপর প্রশ্ন হয়ে থাকে সেগুলো সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো বারবার অনুশীলন করো। তাহলে তুমি বিভিন্ন পরিস্থিতির ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর লিখতে দক্ষ হয়ে উঠবে।

প্রশ্ন ▶ ৩ দৃশ্যকল্প-১: অংসিনু মারমা প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষিত হয়ে চারটি কাজ থেকে বিরত থাকেন। তিনি বেলা বারোটার পূর্বে খাবার গ্রহণ করেন এবং লোভ-লালসা, হিংসা-দ্বেষ ও কামভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে ভাবনায় রত থাকেন।

দৃশ্যকল্প-২: বিথী চৌধুরী একজন গৃহিনী। তিনি সৎভাবে জীবন ধারণ করেন। পরিবারে এবং সমাজের কারো অসুখ হলে যথাসাধ্য সাহায্য করেন। সংসারের আচরণীয় কাজগুলো নিজেও পালন করেন এবং অন্যদেরকেও পালন করার পরামর্শ দেন।

ক. করুণা ভাবনা কাকে বলে? ১

খ. 'সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম' কী? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ অংসিনু মারমার কর্মকাণ্ডে ভিক্ষুদের কোন কর্মের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ বিথী চৌধুরীর আচরণ কোন নীতিমালার সাথে সম্পৃক্ত? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

◀ *শিখনফল-১ ও ৩* *[ঢাকা বোর্ড ২০২৪]*

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক দুঃখীর দুঃখে ব্যথিত হয়ে দুঃখ মুক্তি কামনা করাকে করুণা ভাবনা বলে।

খ 'সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম' অর্থ হচ্ছে সাতটি অপরিহার্য কর্তব্য। তথাগত বুদ্ধ বৈশালীর 'সারন্দদ চৈতে' অবস্থানকালে বজ্জীগণের উদ্দেশ্যে এই অনুশাসনসমূহ দেশনা করেন।